অবস্থানের রাজনীতির পথে পথ চলতে চলতে

কথোপকথনে

অনুপ ধর - রঞ্জিতা বিশ্বাস - দেবর্ষি তালুকদার

অনুপ ঃ চিরঞ্জীবদা যখন তোকে আর আমাকে — অর্থাৎ 'অনুপ ও দেবর্ষি'-কে আলোচনা করতে বলেছিলেন, তখন চিরঞ্জীবদার ভাবনায় হয়ত থাকছিল এরকম একটা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যেখানে তুই আমাকে প্রশ্ন করবি। আর আমি উত্তর দিয়ে যাব। আমাদের মাথাতেও এমনটাই থাকে অধিকাংশ সময়। কথোপকথনের চালু ধরনধারণে এমনটাই হওয়ার কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর উল্টোটা বা এর অন্যথাও করা যেতে পারে। আমি বরং তোকে প্রশ্ন করি, আর সেখান থেকে আলোচনাটা খুলুক। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়, যে একটু বয়সে বড় বা যে একটু বেশী চলে গেছে ... হয়তো ভাবতে ভাবতে পরিসরটাকে বাড়াতে বাড়াতে গেছে যে, বা বয়সে বড় হওয়ার কারণেই যে একটু বেশী চলে গেছে, প্রশ্ন যেন তাকেই করা হয়ে থাকে ... বা তাকেই করা উচিত বলে মনে হয় আমাদের । কেন এমনটা মনে হয় সেটাও একটা প্রশ্ন। বয়স কি স্বাভাবিকভাবেই একটা ক্ষমতা দেয়? ও আমার চেয়ে বয়সে বড় — তাই ও আমার থেকে বেশী জানে। এই ভাবনাটা স্কুলিস। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর থেকে বেশী জানে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। আর 'জানা' মানেই বা কী? ক্ষমতা কি জানান দেয় 'বেশী জানা/কম জানার' অনুষঙ্গে? জানার উচ্চ-নীচ ক্রম কি আবারও একটা ক্ষমতার কাঠামো তৈরী করে? আবার কে প্রশ্ন করছে ... আর কে উত্তর দিচ্ছে ... তা দিয়েও তৈরী হয় একটা ক্ষমতাকাঠামো। প্রশ্ন যে করে সে যেন ছাত্রসুলভ আর উত্তর যে দেয় সে যেন মাষ্টার — এই ছকটাই গোলমেলে। আর এই ছকটাই উল্টে যায় পরীক্ষাতে — সেখানে মাষ্টার প্রশ্ন করে আর ছাত্রী উত্তর দেয়। ... আমার মনে হয়, এটা আমরা না করি, প্রশ্নগুলো বরং তোকে করা হোক এবং সেখান থেকেই আলোচনাটা খুলুক। আর একটা কথা শুরুতেই বলে রাখা ভাল — আলোচনাটা চিরঞ্জীবদা অনুপ আর দেবর্ষিকে করতে বলেছিলেন; কিন্তু কথা কথায় রীনাও (রঞ্জিতা বিশ্বাস) আমাদের মধ্যে এসে পড়ে; যুক্ত হয়ে যায় কথোপকথনে।

এখনই কোনও প্রশ্ন সেইভাবে রাখতে না পারলেও যে দুটো ভাবনা মাথায় কাজ করছে, খেলা করছে সেই দুটোই তোর সামনে রাখছি: একটা ভাবনা হচ্ছে যে আমরা তো আমাদের মতো করে এই সময়টাকে ধরি, ধরার চেষ্টা করি, বুঝতে চাই এই সময়টাতে কী হচ্ছে, কী ঘটছে; আর একটা ভাবনা হচ্ছে রাজনীতি বলতে কী বুঝব বা কী বুঝি আমরা। কোথাও একটা আমরা যেন সেইটাকেও ধরি। এই দুটো যেন সমান্তরাল ও সম্পর্কিত ভাবে চলতে থাকে; এ দুটো যেন প্রায় সমান্তরাল দুটো লাইন — 'এই সময়' এবং 'রাজনীতি'। এই সময়ের বিবরণ, গল্প। এই সময়ের বদলে যাওয়ার কাহিনী। আবার একইসাথে এই সময়কে বদলে ফেলার কল্পনা — নৈতিকতার পথে পথ হাঁটা — যারই অন্য নাম হয়তবা 'রাজনীতি'। এই আলোচনায় কি আমরা ধরতে চেষ্টা করবো এই দুটো ভাবনাকেই — একদিকে এই সময়টাকে

ধরার চেষ্টা করবো; আর অন্যদিকে এই সময়ের রাজনীতিকেও বুঝতে চাইবো। যেন আমরা দু'হাতে দুটো জিনিস নিয়ে একসাথে ভাবার চেষ্টা করছি, একদিকে এই সময়, অন্যদিকে রাজনীতি। এই প্রায় সমান্তরাল রেখা দুটো কোথাও পাশাপাশি থাকছে, কোথাও দূরে সরে যাচ্ছে, কখনও হয়তবা তারা পৃথক হয়ে যাচ্ছে, কখনও খুব কাছে চলে আসছে এবং কখনও তারা একে অপরের সুরটাও ধরতে পারছে। অনেক সময়ই রাজনীতি ও সময়ের সাথে সমঞ্জস কোনও সম্পর্কে থাকে না। নাকি রাজনীতি সব সময়ই সময়ের আগে আগে চলে। সময়ের আগে আগে যা চলে তাকেই কি আমরা রাজনীতি বলব? এই সময়কে উৎরে যাওয়ার নামই কি রাজনীতি?

দেবর্ষি ঃ সময়কে উৎরে যাওয়া বলতে আমার মনে হয় তুমি বলতে চাইছ, বর্তমান সময়ে সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে গৃহীত যে যে ধারণাগুলি রয়েছে, তার বাইরে গিয়ে ভাবার চেষ্টা।

অনুপ ঃ এই প্রেক্ষিত থেকে যদি আলোচনাটা শুরু করি, তাহলে যে জায়গাটা ধরে তুই কাজ করিস — ভূমি, ভূমি সম্পর্ক, ভূমিকে ঘিরে যে মানুষেরা থাকেন, যে মানুষীরা থাকেন ... সেটা শুধু সংকীর্ণ অর্থে পুরুষ কৃষক নয়, কৃষকীও আছেন সেখানে ... সেখানে কৃষক-কৃষকী তার পরিবারকে নিয়ে, তার কৌম সমাজকে নিয়ে আছেন ... আর এই সমগ্রটা থাকে আবার প্রকৃতি, নদী, মাটি, জঙ্গল, কীট-পতঙ্গ,পশু-পাখি ... এমনকি তাকে নিয়ে যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ... সেই পোকামাকড়, পিঁপড়ে, কেঁচো,earth worm-ও ... যাদেরকে ছাড়া চাষের জমি, চাষের কাজ ভাবা যায়না। বীজ বপন, ধান চাষ, ধান তোলা, ধান ঝাড়া, বীজ কেনা, ধান বিক্রি — এই অসংখ্য কিছুকে নিয়ে একটা বিরাট প্রক্রিয়া এই সময়েও ঘটছে। এই স্পেসটাকে, এই সমগ্র পরিসরটাকে যদি এই সময়ে রাখতে বলি, তাহলে তুই কীভাবে রাখবি, আর সেখান থেকে হয়ত আমরা এই সময়ের রাজনীতিটাও ভাববো, ভাবতে চেষ্টা করবো। ... নাকি সময়টাকে ধরতে পারলে রাজনীতিরও একটা আন্দাজ/ধারণা পেতে পারি হয়তবা ... হয়তবা রাজনীতি মানে কী তা বুঝতে পারি এই সময়টাকে উতরে যাওয়ার পর থেকে

দেবর্ষি ঃ এই সময়ে ভূমি সম্পর্ক বা ভূমি সম্পর্ককে বিস্তৃত অর্থে তুমি বুঝতে চাইছো অর্থাৎ বুঝতে চাইছো ভূমি সম্পর্কে এই সময়ে কী হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই এই সম্পর্ক একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক। এই রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে আলোচনাটা যদি শুরু করি তাহলে দেখবো এখন আলোচনাটা অনেক বেশী হচ্ছে কৃষি জমিতে শিল্পায়ন হবে কিনা এই নিয়ে। কৃষিজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ[১] হয়ে যাচ্ছে, সেই জমিতে শিল্প স্থাপন হচ্ছে এবং প্রশ্ন উঠছে:

কৃষিজমি শিল্পজমিতে পরিণত হবে কিনা?

... কৃষিকাজ, চাষ-বাস, চাষ সংক্রান্ত যাপিত জীবন যেন একটা অগৌণ প্রশ্ন হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। মুখ্য প্রশ্ন: কৃষিজমি নিয়ে শিল্পায়ন কীভাবে হবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে এই প্রক্রিয়ার পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবীরা মত প্রকাশ করে চলেছেন। ... কেউ ভাবছেন না যে প্রশ্নটা আদৌ কৃষি বনাম শিল্পের নয়।

অনুপ ঃ তার মানে যারা বিরোধিতা করছে তারাও কৃষি বনাম শিল্প — এই শর্তটিকে মেনে নিয়েছে এবং মেনে নিয়েই বিরোধিতা করছে — বিরোধিতা করছে এই ছকটার মধ্যে থেকে

[১] উচ্ছেদ কে আরও বিস্তৃত অর্থে বুঝতে চাইছি আমরা। উচ্ছেদ মানে ভাঙ্গন, উচ্ছেদ মানে বিচ্ছিন্নতা।

... যে কৃষিজমিকে নিয়ে শিল্পায়ন হবে কি হবে না। একদল হবে বলছে, যারা উন্নয়নের এই বিশেষ কল্পনার পক্ষে। আর অন্যদল বলছে, না হবে না; কৃষিজমি কৃষকদের জন্য থাক।

দেবর্ষি ঃ দেখো বিষয়টা হল, কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপন হবে আর সেই কারণে জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ হতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে উন্নয়ন। উন্নয়নের এই বিশেষ প্রক্রিয়াতে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। কৃষকদের এই উচ্ছেদ হওয়ার প্রক্রিয়াটা অঙ্গাঙ্গীভাবে যেন শিল্পায়নের সাথে জড়িত। কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপন আটকানো গেলে যেন কৃষকদের জমি থেকে আর উচ্ছেদ হতে হতো না। উচ্ছেদের এই সংজ্ঞাটা খুব জমি নির্ভর, জমি থেকে কৃষকদের আর উচ্ছেদ হতে না হলে, কৃষকদের সামনে যেন উচ্ছেদের সব আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে। ধরে নেওয়া হয়েছে জমি কৃষকদের হাতে থাকলে, নিজের জমিতে চাষ করতে পারলে, তাদের জীবনে উচ্ছেদের অনুভবে আসবে প্রশমন। অন্য যে দিকটি এই বিতর্কে আসছে না, তা হল, কৃষি জমিতে শিল্প স্থাপন না হলেও কি কৃষকরা চাষ-বাস করে নিজেদের উচ্ছেদকে আটকাতে পারছে? অন্যভাবে বললে কৃষকদের যদি আজ চাষ-বাস করে টিকে থাকতে হয়, তাহলে তাদের সামনে কি কি পথ খোলা থাকছে? প্রশ্নটাকে এইভাবেও রাখা যেতে পারে, কৃষি-আধুনিকীকরণের সাথে—কৃষিতে উন্নয়নের সাথে উচ্ছেদের অনুভব জড়িয়ে থাকে কিনা? নিজের জমিতে চাষ-বাস করেও কৃষকদের শরীরে-সত্তায় কি উচ্ছেদের যন্ত্রণার অনুভব হয়? খুব সংক্ষেপে যদি আবার বলি,

(এক) শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ব্যতীত কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে পারে কিনা? (*শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ব্যতীত জমি থেকে উচ্ছেদ নিয়ে কথা বলার অর্থ এই নয় যে শিল্পায়ন অনুসারী উচ্ছেদের প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে। আমরা শিল্পায়নজনিত উচ্ছেদের তীব্র বিরোধী। আমাদের একই সাথে বিরোধিতা প্রত্যক্ষ উচ্ছেদের বাইরে যে উচ্ছেদ কৃষকের জীবনে আসে। হয়তবা আমাদের দেশে কৃষককে নিয়ে কমই ভেবেছি। রবীন্দ্রনাথ রায়তের কথা ভাবতে বলছেন। কিন্তু আমরা ভাবলাম কই?*)

(দুই) জমি থেকে প্রত্যক্ষ-অর্থে উচ্ছেদ না হয়েও 'আধুনিক'(?) চাষ-বাস করার মধ্যে উচ্ছেদের যন্ত্রণা-অনুভব আছে কিনা? যারা কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপনের বিরোধিতা করছেন, তাদের মধ্যে হয়ত অধিকাংশই বলবেন প্রাগ্-আধুনিক এবং সনাতন সমাজ জীবনে আবদ্ধ বলেই কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক হয়ে চাষ-বাস করার মধ্যে উচ্ছেদের যন্ত্রণা-অনুভব আছে কিনা, এই প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর।

(এক) + (দুই) যদি করি, যদি (এক) এবং (দুই)-কে একসাথে ভাবি, তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষকদের যদি আজ চাষ-বাস করে টিকে থাকতে হয় তাহলে তাদের সামনে আধুনিক হয়ে চাষ-বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অন্য কোনওভাবে চাষ-বাস করার অর্থ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শিল্পায়ন ছাড়াও কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে পারে। কৃষিতে আধুনিকীকরণের সমস্যার মধ্যে নিহিত রয়েছে উচ্ছেদের এই কারণ, আধুনিক ভাবে চাষ-বাস করার মধ্যে উচ্ছেদের কোনও ধারণা (ভাঙ্গনের ধারণা) যেন থাকতেই পারেনা, যেন তা এক অবান্তর প্রশ্ন। এই 'অবান্তর' প্রশ্নই আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আধুনিকভাবে চাষ-বাস করে টিকে থাকার মধ্যেও কি রয়েছে উচ্ছেদের যন্ত্রণা?

পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, পাট্টাদাররা[২] জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। ভূমি-সংস্কার যে বৈপ্লবিক উন্মাদনা, যে স্ফূরণ তৈরী করেছিল, সেই স্ফূরণ যেন আজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-এর একটা অংশের উল্লেখ করছি, তাতে লেখা হয়েছে, "the rapid increase in landlessness among rural households, despite the continuing process of vested land distribution to pattadars. ... In other words, by the end of the decade, nearly half of the rural households in West Bengal were landless" (২০০৪: ৩৯)। অর্থাৎ এই দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গে যত কৃষক পরিবার রয়েছে তার অর্ধেক ভূমিহীন পরিবারে পরিণত হবে।

অনুপ ঃ তোর কথাটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শুধু তো ভূমিহীন কৃষক নয় ... গোটা পরিবারটাই তো ভূমিহীন হয়ে যাবে (যদি অবশ্য আমরা পরিবারের নিরিখে ভাবি)। তার মানে এই যে প্রক্রিয়াটা চলছে বা চালু আছে তা কিন্তু আবশ্যিকভাবে শিল্পায়নের সাথে জড়িত নয়। এমন নয় যে এই যে কথাটা বলা হয়েছে ... এই কথাটা বলার পেছনে, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে বা কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে যে শিল্পায়ন হচ্ছে বলে এরা সবাই ভূমিহীন কৃষক হয়ে যাবে, বা ভূমিহীন পরিবার হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে কৃষিগত কারণেই। বা কৃষির সঙ্গে জড়িত নানাবিধ কারণেই জন্যই এই কথা উঠছে যে তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে, ভূমিহীন পরিবার হয়ে যাবে। তাহলে আমরা আগে দেখতে পাচ্ছিলাম যে উচ্ছেদটা যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে। এবার কিন্তু আমরা সরে এলাম এই ধারণায় যে উচ্ছেদটা শুধু শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়, জড়িত কৃষিতত্ত্বের সঙ্গে, কৃষির সামগ্রিক কল্পনার সাথে। শিল্পস্থাপন ব্যতীত উচ্ছেদ কিন্তু হতে পারে।

তার মানে তুই এই সময়ের একটা বিশেষত্বকে হাইলাইট করার চেষ্টা করছিস। সেটা হচ্ছে যে আমাদের নজর প্রত্যক্ষ উচ্ছেদের দিকে। আমাদের নজর সিঙ্গুরের দিকে, নন্দীগ্রামের দিকে। কৃষিজমি নিয়ে নেওয়া হবে, শিল্প হবে ওখানটায়। যে যে জায়গায় শিল্প হবে, সেই সেই জায়গায় কৃষক উচ্ছেদ নিয়ে আমরা যেন বেশী চিন্তিত।

... কিন্তু তুই যেটা দেখাচ্ছিস ... এই সময়ের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে silent surreptitious dislocation — দৈনন্দিন জীবন, কৃষক, কৃষকি, পরিবার, সবটাই ... কৌম জীবন, তার চারপাশকে ঘিরে ওঠা জীবন ... এই পুরো জীবনটাই আজকে হাজারো ভাঙ্গন, হাজারো প্রতিকূলতার মুখোমুখি। তোর সাথে 'বুদ্ধিজীবী'দের একটা তফাৎ-ও আমি দেখতে পাই। বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যক্ষ হিংস্রতায় জেগে ওঠেন। অবশ্যই সেই জেগে ওঠা ভালো। দেরীতে হলেও ভালো। মরীরঝাঁপিতে জেগে না উঠলেও, অত্যন্ত নন্দীগ্রামে হলেও জেগে ওঠা ভালো। কিন্তু আমার এটা ভেবে ভালো লাগছে যে ... অপ্রত্যক্ষ হিংস্রতা-ভাঙ্গন-উচ্ছেদের মুহূর্তগুলি তোর

[২] ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কার কর্মসূচী রূপায়নের ফলশ্রুতিতে জমিদারদের কাছ থেকে সিলিং বহির্ভূত জমি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে এই উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জমির অধিকার পাওয়া ভূমিহীন কৃষকদের আইনী পরিভাষায় পাট্টাদার বলা হয়। এইবার যারা পাট্টাদার হলেন, আইনগতভাবে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা পেলেন, তারা নিজেদের জমিতে চাষ-বাস করা শুরু করলেন। এই প্রক্রিয়াকে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করা হয়েছিল।

নজর এড়িয়ে যায়নি। তাহলে, এই সময়ের একটা বিশেষত্ব যে হিংস্রতাটা, ভাঙ্গনটা, ভেঙ্গে পড়াটা,একটা বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা নয়। এটা পরিব্যাপ্ত এবং একটা web-এর মতো কাজ করছে। যখন আমরা ওই সিঙ্গুর দেখছি, নন্দীগ্রাম দেখছি, তখন কিন্তু আমাদের নজর চলে যাচ্ছে একটা বিশেষ অভিব্যক্তির দিকে। Overtly violent মুহূর্তের হিংস্রতার দিকে। কিন্তু যখন তুই আমাদের নজরটা এই দিকটায় সরিয়ে আনার চেষ্টা করছিস ... বিশেষ করে এই পরিসরটার মধ্যে ... যে মানুষ কিভাবে ভূমিহারা বা বাস্তুহারা হচ্ছে ... অর্থাৎ জীবন যাপনের প্রণালীগুলি মানুষ কিভাবে হারিয়ে ফেলছে দৈনন্দিন ... তখন তুই এই সময়ের একটা বিশেষত্বকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছিস। অথবা এটা এই সময়ের বিশেষত্ব নয় — এটা যেন বরাবরই হচ্ছিল, এই সময়ে আমরা এটাকে নজর করছি ... আমরা উচ্ছেদ-এর poly-morphous web-টাকে ধরার চেষ্টা করছি। বোঝার চেষ্টা করছি। ইনফ্যাক্ট, এটা রাজনীতিরও একটা অন্য কল্পনার দাবী রাখে। শুধুমাত্র নন্দীগ্রামে জেগে উঠলে হবে না। জেগে থাকতে হবে sustained অর্থে। ...

... মানে ... ধরা যাক্, লিঙ্গ রাজনীতির ক্ষেত্রে যে কথাটা উঠেছে যে — একদিকে যদি আমি প্রত্যক্ষ হিংস্রতা, বধূ নির্যাতন দেখি ... দেখি একটি মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হল, আর অন্যদিকে দেখি যে surreptitious, subtle হিংস্রতা চলছে নারীর উপর, চিন্তা-চেতনার উপর ... concept-এর violence ... ধারণার হিংস্রতা — এটা একটা অনেক complex web – এ যেন এক জটিল জালের মধ্যে চলে আসা; হিংস্রতাকে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ, শরীরী তথা ধারণাগত হিংস্রতার একটা জটিল অন্বয়ে চলে আসা। অনেক জটিল একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসছি যেন আমরা। এবং এটা যেন সেই state থেকে, রাষ্ট্র থেকে web of power-এর আলোচনায় সরে আসা — এটা একটা ধারণাগত shift – a shift from the Leninist understanding of power to the Foucauldian understanding of power – রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ক্ষমতাভাবনা হতে ক্ষমতার আরও বিস্তৃত, আরো সূক্ষ্ম তত্ত্বায়নের দিকে সরে যাওয়া। তোর কথাটার মধ্যে ওই ইঙ্গিতটা আছে — যে এই সময়টাকে তুই দেখতে চাইবি এই জটিল জালের রূপকের মধ্যে দিয়ে — যে জালের পিছনে রাজা লুকিয়ে থাকে — নাকি এই 'জাল'-টাই রাজা — নাকি 'জাল'-টা আমাদেরই ভিতরে আছে — যে জালটাই ক্ষমতা — জালটাই ক্ষমতার উপস্থাপক রূপক। 'রক্তকরবী'-তে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমতার এই সূক্ষ্ম সংগঠনটাকেই ধরতে চেয়েছিলেন। উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন জালের ওই রূপকটার মধ্য দিয়ে। হয়ত ... হয়ত ... নাকি বুঝতে চেয়েছিলেন বিষয়ী ও কাঠামোর সম্পর্ক — বুঝতে চেয়েছিলেন বিষয়ী-কাঠামোর সম্পর্ক — বুঝতে চেয়েছিলেন সাবজেক্ট ও স্ট্রাকচারের সম্পর্ক — সেই জটিল সম্পর্ক। নাকি রক্তকরবী একটাই বিষয়ীর গল্প — একটাই বিষয়ীর মধ্যে 'রাজা'-'নন্দিনী'-'রঞ্জন'-'বিশু' ... এক পরম পারস্পরিকতায় যারা বিধৃত — সহাবস্থান ও বিরোধিতায় যারা সম্পর্কিত ... সেই অর্থে রাজা বাইরে না ভিতরে ...

দেবর্ষি ঃ শুধু web of power নয় — একই সাথে অনেকগুলো বা অগণন web of violence ... web of dislocation ... তবে সরকারি বিভিন্ন রিপোর্টে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে কৃষকরা নিঃশব্দে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানব-উন্নয়ন

রিপোর্টও এটা স্বীকার করে নিয়েছে। তার কারণও নির্দেশ করা হচ্ছে। কেন তারা ভূমিহীন হয়ে যাবে। কারণগুলোকে চিহ্নিত করে ফেলতে পারলে, প্রতিকার করার চেষ্টা করব। আমার মনে হয় আলোচনা করা উচিত, এই কারণগুলো এবং এই কারণগুলোর প্রেক্ষিতে যে ফলাফল নির্মাণ করা হচ্ছে বা ফলাফল বলে আমাদের সামনে উঠে আসছে, সেগুলোকে। তাহলে হয়তো বা আমরা একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবো শিল্পায়ন এবং উচ্ছেদ ... এই যে কৃষকরা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে ... তাদের জন্য যে প্রতিকার ... এই দুটো প্রতিকারে কোথায় হয়তো বা দেখা যাবে একটা যোগসূত্র রয়েছে। মানে একটা subtle dislocation, আর একটা concentrated displacement — যেখানে কৃষি জমি কেড়ে নিচ্ছি আমরা ... পুলিশ দিয়ে, ক্যাডার দিয়ে কেড়ে নিচ্ছি। ক্যাডাররা — যাঁরা মার্ক্সবাদের কিছু জানেন না — যাঁরা কিছু পড়েন নি। যাঁরা প্রায় এক ধর্মান্ধের মত শুধু ক্রুসেডের যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছেন। আমাদের পার্টি-কেন্দ্রিক রাজনীতি এখনও ধর্মযুদ্ধের মোড়ক থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে নি। ... এই দুটোকে যদি আমরা — কারণগুলোকে দেখার চেষ্টা করি এবং সেগুলোকে যদি আমরা প্রশ্ন করতে থাকি, তাহলে হয়তো আমরা এমন কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবো, যেখানে শিল্পায়নের জন্য যে উচ্ছেদ আর এই যে উচ্ছেদ হওয়া এবং তার প্রতিকারের যে পথ, আমাদের কাছে নেমে আসছে ১, ২, ৩, ৪ করে, যে প্রতিকারের পন্থা, পদ্ধতিগুলো নেমে আসছে, সেগুলো, সেই দুটোই হয়তো বা কোথাও একটা ... কোনও একটা জায়গায় গিয়ে মিলবে। কারণ, শিল্পায়ন যে কারণে জরুরী, শিল্পায়ন হয়তো বা এই কারণেই জরুরী হয়ে উঠছে যে আজ এরা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এদের জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া বন্ধ করতে গিয়েই হয়তো শিল্পায়নকে একটা প্রতিকার হিসেবে দেখা হচ্ছে। মানে বলে দেওয়া হচ্ছে, যে এদের তো জীবনটা এমনিই ভেঙ্গে পড়েছে — এবং সেখানে শিল্পায়ন হলে ক্ষতি নেই। চাকরি পাবে ...

এতে কিন্তু আলোচনাটা কৃষি থেকে শিল্পে সরে গেল। শিল্প দিয়ে আমি কৃষি সমস্যাটাকে সমাধান করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কৃষির সমস্যাটা কৃষি দিয়েই সমাধান করা যায় কি না, এখানেই কৃষির আধুনিকীকরণ, কৃষির উন্নয়নের প্রশ্নটা আবার উঠে আসছে স্বাভাবিকভাবে। যেহেতু কৃষক পরিবারগুলোর অস্তিত্ব আজ সংকটে, তাই তাদের বেঁচে থাকার উপায় কি হবে ... অর্থাৎ প্রতিকার করতে গিয়ে তাদের উন্নয়নের কি হবে ... এক্ষেত্রে কৃষির উন্নয়ন কি হবে ... এটা কিন্তু আবার একটা আলাদা প্রশ্ন। শিল্পতে যদি আমি আলোচনা সরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি কৃষির প্রশ্নটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম শিল্পতে। কৃষির প্রশ্নটা আমি গৌণ করে দিচ্ছি। এটা খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ শিল্পের জন্য কৃষি জমি নিয়ে কৃষি সমস্যার সমাধান নয়। কারণ এতে কৃষি-র কিছু হলনা। কৃষক তাঁর জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলেন। কৃষক কীভাবে চাষ-বাস করে টিকে থাকবে — প্রশ্ন এটাই। এক্ষেত্রে কৃষকের সামনে কি কি পথ খোলা থাকছে। নাকি চিন্তার স্তরে শেষমেশ আবার একই জায়গায় রয়ে গেছি কি না সেটাও দেখতে হবে। কৃষির যে স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য শিল্পের থেকে, যে স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্যের প্রশ্ন তুলছে দুনিয়া, সেই পার্থক্যটা শেষমেশ থাকছে কি না, বা একটা চিন্তাতেই দুটো ক্ষেত্র পাশাপাশি চলে আসছে, বা কাছাকাছি চলে আসছে। এবং এ ক্ষেত্রে কি কৃষি

সমস্যাটাকে আলাদাভাবে দেখা প্রয়োজন আছে কি না; নাকি শেষ পর্য্যন্ত কৃষিতেও শিল্পের মতো অনিবার্য হয়ে পুঁজিবাদী পর্বান্তর? কথাটা এই কারণেই বললাম যে বিকাশ রাওয়াল এবং সূর্যকান্ত মিশ্র বলছেন যে (ভূমি-সংস্কার কর্মসূচী, যেটা নেওয়া হয়েছিল '৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার নেতৃত্বে), Land reform programme did not completely do away with the baggage of pre-capitalist relations of production. অর্থাৎ, *pre-capitalist relations of production* বা *প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক* কিন্তু দূর হয়নি। সেগুলোর অবশেষ রয়েই গেছে। সেই remnants গুলো রয়েই গেছে। সেটাই হয়তো কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার কারণ। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ, যেটাকে Land-reform programme নিশ্চিহ্ন করতে পারবে বলে ভাবা হয়েছিল তা পুনরায় আবার ফিরে আসছে। পার্টি programme-এও বলা হয়েছিল যে the first and foremost task is to carry out radical agrarian reform in the interest of the peasantry as to sweep away all the feudal and semifeudal fetters on our productive forces of agriculture as well as industry ... অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে আমরা সেই সামন্ততান্ত্রিক প্রাক্-পুঁজিবাদী অবশেষগুলোকে দূর করে দিতে পারিনি। এবং এই প্রাক্-পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলোই আজ আবার সক্রিয় এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে— সেগুলোই হয়তো বা কারণ, এঁনারা মনে করছেন, কৃষি-পরিবারগুলোর ভূমিহীন হওয়ার।

রঞ্জিতা ঃ এটা একটা arguement in favour of capitalism, তাই নয় কি? সেই অর্থে যুক্তিটা পুঁজিকেন্দ্রিক। যুক্তিতে পুঁজি যেন মুখ্য। পুঁজিই যেন লক্ষ্য।

দেবর্ষি ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু এই যুক্তিটা তো ছকটার প্রথম ধাপ হলো। এবার তো আমাকে বলতে হবে ... আমি কারণটা তাহলে কি দেখালাম যে কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ বা সামন্ততন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে ভূমিসংস্কার কর্মসূচী, এটা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ... কিন্তু দেখা গেল '৯০ পরবর্তীতে এই অবশেষগুলো টিকে রয়েছে। এবং এরা দাবি করলেন ... claim করলেন যে সেগুলো শক্তিশালী হয়েছে এবং ফিরে আসছে। কেশপুর-এর ঘটনা যখন ঘটছিল তখন কাগজগুলোতে এই arguement-ই উঠে আসছিল যে জমিদারতন্ত্র আবার ফিরে আসছে। এবং তারাই ... আরেকটি রাজনৈতিক দল ... তৃণমূলের সাথে হাত মিলিয়ে এই খুনোখুনির রাজনীতি আবার শুরু করছে। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলো নিশ্চিহ্ন হবার পরিবর্তে থেকে গেছে, তারা এতদিন সুপ্ত ছিল, তারা আজ এই dormancy বা সুপ্ততা ভেঙ্গে চলে এসেছে সামনের সারিতে ... তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং এই সক্রিয়তাই কৃষকদের ভূমিহীন কৃষক হওয়ার জন্য কার্যত দায়ী।

রঞ্জিতা ঃ এই arguement-টা তো আবার একভাবে শিল্পায়নকে legitimise করছে?

দেবর্ষি ঃ না, শিল্পায়নকে লেজিটিমাইজ করলে যেটা হবে যে কৃষির সমস্যার প্রশ্নটাকে শিল্পর দিকে আমি নিয়ে গেলাম। কিন্তু কৃষি সমস্যার প্রশ্নটাকে শিল্পর দিকে না নিয়ে গিয়েও কৃষি সমস্যার এই যে প্রশ্নটা ... সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলোর ফিরে আসার প্রশ্নটা এবং ভূমিহীন কৃষকদের ও তাদের পরিবারের উৎখাত হয়ে যাওয়া ... এটা কিভাবে আটকাবো, কৃষকদের তাদের জমির উপর অধিকার বজায় থাকবে, তারা কৃষক থাকবে এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এইটাকে কিভাবে আমি রোধ করতে পারি, শিল্পায়ন

ব্যতীত। শিল্পায়ন তো অন্য প্রশ্ন — আমি কৃষককে তার জীবনযাপন, জীবিকা থেকে বিচ্যুত করলাম, সরিয়ে দিলাম। কিন্তু কৃষক যদি তার যে জীবিকা সেটাই যদি সে চালাতে চায় এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের যেগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তার জালে যাতে জড়িয়ে না পড়ে, এবং একই সাথে যাতে সে তার কৃষিকাজে নির্ভর করতে পারে, তাহলে আমি কিভাবে কৃষিকাজটাকে রাখতে পারি এবং কৃষককেও টিকিয়ে রাখতে পারি। সমস্যাটাকে যদি এই জায়গায় নিয়ে যাই যে শিল্পায়ন করব না, ধরে নিচ্ছি। যে কৃষকরা কৃষি কাজ করেই থাকবে এবং একই সাথে এই সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলোকেও সে অতিক্রম করতে পারবে, সে ক্ষেত্রে আমাদের সামনে কী পথ খোলা থাকবে, বা কৃষকদের কাছে কী পথ খোলা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কৃষি-কর্মসূচী করেছেন, যেটা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। যে কথা ২০০৫-এ The Times of India-য় একটা রিপোর্টে উঠে এসেছে; তাতে দেখা যাচ্ছে হুগলী জেলার তিনটে গ্রাম — বেরেলা, আবাদপাড়া ও ডাকসা — এই তিনটে গ্রামে ক্ষুদ্র কৃষকদের সাথে পেপসি ফুডের একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। এবং এই কার্যক্রমকে রূপ দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের সাহায্য নেয়া হচ্ছে এবং এই ক্ষুদ্র কৃষকদের এক করে একটা কো-অপারেটিভ খোলা হচ্ছে। যে কো-অপারেটিভটা ক্ষুদ্র কৃষকদের দ্বারা তৈরী হয়েছে; তৈরী হয়ে তারা পেপসি ফুডের সাথে চুক্তি করছে। রিপোর্টটা একটু পড়ছি:

Pepsi Co-Food will supply the seeds and buy back the entire produce from the farmers. The co-operative will provide all the required input, chemical, insecticides to the farmers in consultation with Pepsi Co-food, but they will be re-imbursed by Pepsi-Cofood is fortnight after receiving the yeild Pepsi Co. will also re-imburse the other costs such as irrigation, harvesting and transport. Individual farmers will have their land-right in that, but they will have to cultivate only that special type of potato for the period under agreement.

অর্থাৎ কৃষকদের যদি আজকে কৃষিজমির উপর অধিকার টিকিয়ে রাখতে হয়, ভূমি সংস্কার পরবর্তী অবস্থায় যেটা সে পেয়েছিল, এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষকে যদি নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাহলে তাদের সামনে একটিই পথ খোলা আছে ... এবং সেই পথটা হচ্ছে, পেপসির মত বহুজাতিক কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এবার, সেই চুক্তি কিভাবে সাজানো হবে, কিভাবে রূপায়িত হবে, তার বাস্তবায়নে পঞ্চায়েতের কতটা ক্ষমতা থাকবে, কিভাবে কো-অপারেটিভগুলো গঠন হবে, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু এখানে যেটা মূল কথা, যেটা First principle হয়ে থাকছে সেটা এইরকম: কৃষকদের যদি আজকে নিজেদের কৃষিকাজ করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে এই যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো রয়েছে, যারা কৃষকদের কাছ থেকে যেটা কিনছে, কাঁচামাল হিসেবে নিচ্ছে এবং সেটা Potato-Chips হয়ে ... যেটা শেষমেশ একটা পুঁজিবাদী পণ্য হয়ে আমাদের কাছে আসছে, সেই পথটা, সেই যাত্রাটাতেই তাকে বোধহয় যেতে হবে। এবং এই যাত্রাটাই তার কাছে মুক্তির সম্ভবত শেষ পথ।

রঞ্জিতা ঃ তার মানে এখানে একটা ছক কাজ করছে — ভাবনার একটা ছক — যে ছকে প্রাক-পুঁজিবাজী বা pre-capitalist সমাজকে পুঁজি বা পুঁজিবাদী পথে যেতে হবে ... যেতেই হবে ... শিল্পায়নের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হতে পারে ... আবার স্বয়ং পুঁজিবাদী বা শিল্পায়িত হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েও তাকে যেতে হতে পারে ...

দেবর্ষি ঃ অর্থাৎ, পুঁজি বা Capital-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি পুরোটাকে দেখছি।

অনুপ ঃ অর্থাৎ, বিষয়ীর নির্মাণটা হতে থাকছে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অন্য সব ধরনের বিষয়ীসত্তাকে পুঁজিবাদী বিষয়ীসত্তাতে নামিয়ে আনার, খর্ব করার চেষ্টা।

দেবর্ষি ঃ কৃষক-কৃষকীর টিকে থাকার সম্ভাবনা বা survival-এর possibility-টা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে?

অনুপ ঃ যদি 'pre-capitalist' space, capital বা capitalist space-এর সাথে hook করতে পারে, যদি সে তার অন্তর্গত হতে পারে, যদি সে তার সাথে গা ঘেঁষাঘেষি করতে পারে, যদি তার গায়ে গা লাগিয়ে থাকতে পারে সে, যদি broader circuits of global capital-এর ভেতরে ঢুকতে পারে সে ... তবেই সে যেন টিকে থাকতে পারে। তার এতদিনের কৃষিকাজ নিয়েই সে ঢুকবে। এমন নয় যে সে কৃষি ছেড়ে দেবে ...

দেবর্ষি ঃ যেটা তোমাদের প্রশ্ন ছিল ... যে শিল্পনির্মাণ করেও তো তা করা যেতে পারে। কিন্তু ... এখানে কিন্তু শিল্প হচ্ছে না; কৃষি নিয়েই সে যাচ্ছে।

রঞ্জিতা ঃ আমার যা মনে হচ্ছে বা আমি যেটুকু বুঝছি দেবর্ষির কথা থেকে ... ও বলতে চাইছে যে কৃষক-কৃষকীকে দুটো বিকল্প বা alternative দেওয়া হচ্ছে। একটা, either you give up agriculture, কৃষিকাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে Industry-তে চলে যাও ...

অনুপ ঃ যেটা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে আছে — যে একবারে জমি ছেড়ে চলে গেল।

রঞ্জিতা: আর নয়তো তুমি capitalist-এর সঙ্গে hook করো। পুঁজির যুক্তি বা লজিকের অন্তর্গত হয়ে যাও ...

দেবর্ষি ঃ হ্যাঁ। এবং second optionটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বলছি আমি। বলছি এই কারণে যে second optionটায় কৃষককে কিন্তু কৃষিকাজ ছাড়তে হচ্ছে না। দুই, কৃষিজমি ছেড়ে শিল্প শ্রমিক হবে কি না, এটা কিন্তু একটা অন্য প্রশ্ন। কারণ, কৃষি-জমি থেকে তাঁর যে জ্ঞান, আর শিল্পের জন্য যে জ্ঞান দরকার সেই জ্ঞান তাঁর নেই। (তাহলে সেই অর্থে সেই dislocationটা হচ্ছে না। সে রয়ে যাচ্ছে)— apparently যেন dislocationটা হচ্ছে না।

(arguement-টা দেয়া হচ্ছে pre-capitalist or non-capitalist, whatever ..... you are — তোমাকে বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না।)

তার মানে তিনটে জায়গায় আমি দুটো dislocation-এর কথা বললাম। একটা শিল্পের জন্য উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া, একটা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলো সক্রিয় হয়ে যাওয়ার জন্য উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। এইবার, তৃতীয় একটা উচ্ছেদ হচ্ছে কিনা বলে প্রশ্ন রাখছি যে এই যে বহুজাতিক পুঁজিবাদী উদ্যোগের সাথে এই প্রাক্-পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি, উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি, পদ্ধতিগুলি যে সংযুক্ত হচ্ছে, নিযুক্ত হচ্ছে, এই নিযুক্তির মধ্য দিয়েও কি কোনরকম dislocation হচ্ছে? এটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু আমার মনে হয় আগের দুটোতে আমরা আরো কিছুক্ষণ থাকি। আগে প্রশ্নটা বলে রাখলাম। তিনটে উচ্ছেদ-এর কথা আমরা বললাম আসলে। এই তৃতীয় উচ্ছেদটা কিন্তু আমাদের যে আলোচনা হচ্ছে, এখন অবধি যে আলোচনা হয়েছে আর কি — তাতে আসছেই না। ওটা আমরা given good বলে ধরে নিচ্ছি যে ওর ওটা করাটা ভালো। তার মানে, আমি যদি রীনাদির প্রশ্নটায় ফিরি, তার মানে options কিন্তু খুব Limited

করে দিয়েছি আমরা ... যে হয় জমি ছেড়ে দাও — কৃষি ভুলে যাও, কৃষক অস্তিত্বটাকেও ছেড়ে দাও। একটা wage-labour হও। .... ওইখানে চলে এসো। দুই, নইলে থাকো জমিতে, কিন্তু জমিতে থাকো Global Capital-এর সঙ্গে hooked হয়ে। মানে, broader circuits of global capital-এর ভেতরে থাকো। এবং দ্বিতীয়টা খুব interesting, এতে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বকে, তৃতীয় বিশ্বের জায়গায় রেখে দেওয়া হল। যে, তুমি তো কৃষক, তোমার traditional economy-টা খুব খারাপ, ওটা পশ্চাৎপদ, পিছিয়ে পড়া, ওখানে সব সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ আছে। এখানে কিন্তু অনুপদা, একটা লক্ষ্য করার মতো বিষয় আছে যে pre-capital,সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ এবং তৃতীয় বিশ্বে .... tradition — এগুলি যেন একে অপরের পাশাপাশি চলে আসছে এবং এইগুলো সব কিছুকে নিয়েই তৃতীয় বিশ্ব বললেই যেন আমাদের সামনে একটা বিশেষ ছবি ভেসে ওঠে, তাতে শক্তিশালী জমিদারের অত্যাচার, কৃষকেরা তার শোষণের শিকারে, এবং কৃষকের যেন তখন আর কোনও উপায় নেই, এই উন্নয়ন-এ যাওয়া ছাড়া, পুঁজিবাদী বহুজাতিক উদ্যোগগুলোর হাত ধরা ছাড়া। এই বন্ধুত্বের হাতটা ততটা বন্ধুত্বের হাত কি না, সেটা আরও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন —

এবং এবার, ফিরিয়ে আনা আমাদের সেই পুরনো প্রশ্নটাকে।

কৃষকদের পুঁজিবাদী বহুজাতিক উদ্যোগগুলোর হাত ধরা আর কোনও পথ সামনে নেই — এই প্রশ্নটা বহু বছর আগে বঙ্কিম যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল, প্রায় একই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমকে তখন খুব সমালোচনা করা হয়েছিল। একটা বিশদে ওটা বলবো কি?

অনুপ ঃ হ্যাঁ বল্।

দেবর্ষি ঃ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, জমিদাররা তখন কার্যত জমির মালিকে এবং জমি ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্যে পরিণত হয় এবং সেই ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্যের মালিক হয় জমিদাররা। নির্দিষ্ট দিনে জমিদারদের ইংরেজদের কাছে খাজনা দিতে হত। সেই খাজনটা দিতে না পারলে জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। এবং জমিদারেরা স্বাভাবিকভাবেই সেই খাজনাটা আদায় করত কৃষকদের কাছ থেকে। বঙ্কিম এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন। বঙ্কিম যেটা বলেন যে সরাসরি কৃষকদের সাথে ইংরেজ বণিকদের সম্পর্ক স্থাপন হওয়া উচিত। মাঝখানে জমিদারদের সরিয়ে দেওয়াটাই কাম্য ছিল। উল্টোটা হওয়ার ফলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত as such খারাপ নয়। সমস্যা আছে প্রয়োগগত পদ্ধতি নিয়ে।

অনেকটা আজকের Pepsi Co.-র মত।

এই সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলোকে সরিয়ে দাও। কৃষকদের সাথে Pepsi Co.-র সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করো। তখন বঙ্কিমকে আমরা সমালোচনা করেছিলাম। আসলে তখন তো আমাদের মনে হয়েছিল যে ইংরেজ পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করবে। আজকে কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি, Global Capital is Liberating। Liberating শুধু নয়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে সে সক্রিয় এবং সদর্থক ভূমিকা নেবে। বঙ্কিমের ভুলটা এই ছিল যে তিনি ইংরেজ পুঁজিকে সদর্থক বলে ভেবেছিলেন।

অনুপ ঃ মনে হয় না এইটা বলতে চাইছি যে কৃষকের সাথে জমিদারের সম্পর্ক হলে ভালো। এটা আমরা বলতে চাইছি না। যে, কৃষক তার জমিতে থেকে গেলেই ভালো, আগের মত থেকে গেলেই ভালো, আমরা alternative economic cartographyতে দেখব যে পুঁজিবাদ necessarily কিন্তু ভালো নয়। আমাদের একটা অন্য ভালো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, global capital-এর সাথে যাওয়াটা ভালো। কৃষকের জমিদারের সাথে যাওয়াটা খারাপ, কিন্তু কৃষকের global capital-এর সাথে যাওয়াটা ভালো। ওটা liberatory এবং ওটা তাকে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ থেকে মুক্ত করবে। এখানে আবার ওই গায়ত্রীদি'র পুরনো কথাটা মনে পড়ে যায় এক, যে brown womanকে brown man-এর হতে থেকে কে বাঁচাবে? White man, or, Lord Bentinck বাঁচাবেন। Constantly আমাদের বক্তব্য থেকেছে যে, brown woman কে, traditional space-এর যে woman, তাকে traditional patriarch, traditional oppressor, traditional exploiter-এর হাত থেকে কে বাঁচাবে? সবসময়েই white western space থেকে কেউ আসবে একে বাঁচানোর জন্য।

দেবর্ষি: তার মানে এক, দুই, তিন করে যদি বলি তাতে আমাদের ছিলো যে কৃষি জমি নিয়ে নেব, শিল্প হবে। তাহলে কৃষকের দুর্দশার, দুরাবস্থার প্রতিকার হবে। কৃষি-জমি নেব-না কৃষককে টিকিয়ে রাখবো, কিন্তু টিকে থাকার উপায় হচ্ছে বহুজাতিক পুঁজিবাদী কৃষি উদ্যোগগুলোর সাথে কৃষকদের নিযুক্ত হতে হবে। কৃষিতে এইভাবে থেকে যাওয়াটাকে গায়ত্রীদির মন্তব্য ধরে তুমি কি সমালোচনা করছো?

অনুপ ঃ Brown woman-কে উদ্ধার করবে? আজকে তালিবান শাসনে আফ্গান নারী dress code-এর নীচে পড়ে গেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসন তার কতটা ভালো করবে? কিন্তু এখনকার গৃহীত বিশ্বাসবোধ এমনটাই যে আমেরিকা এসে মুক্ত করলেই ভালো হবে। আমি সদ্য সদ্য ভাবছিলাম যে local oppressor-এর arguement টা is a very long arguement, – local oppressor-এর arguement-টা। যে local oppression-কে ঠেকানোর জন্য outside intervention necessary হচ্ছে। বারংবার আমরা ইতিহাসে এটা দেখতে পেয়েছি যে, local oppressionকে ঠেকানোর জন্য out-side intervention দরকার, বাইরে থেকে কাউকে আসতে হবে, এসে ওটাকে ঠেকাতে হবে। এবং এই যে distant out-side intervention —এটা কতটা ঠিক?

দেবর্ষি ঃ আমরা একটা দ্বিত্ব তৈরী করেছি: সামন্ততন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ — পুঁজিবাদের প্রিজমে সামন্ততন্ত্রকে দেখা। এই যে চিন্তাটা, এইভাবে যে ভাবা, feudalism মানে একটা সমসত্ত্ব কিছু, জমিদার-কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা —পুঁজিবাদ বহির্ভূত কিছু মানেই সামন্ততন্ত্র, জমিদার, এইটাকেই আমার মনে হয় আজকে আমাদের আরেকটু ফিরে ভেবে দেখা উচিৎ। সামন্ততন্ত্র বলতে-ই বা কি বুঝি, প্রাগ্-পুঁজিবাদী বলতে-ই বা কি বুঝি এবং এটার সাথে একটা অর্থবহ নিযুক্তি আমার মনে হয় করা দরকার। এই জটিলতাকে আমাদেরকে বোঝা দরকার।

রঞ্জিতা ঃ কৃষি মানে agriculture-এর মধ্যেই তো যদি আমি কারণ খুঁজি for dislocation; তো আমার মনে হয় the kind of seeds মানে যে hybrid seed use করা, তারপর

dams, জল না পাওয়া—এই যে condition of existence-কে আরে difficult করে দেওয়া, condition of agriculture, production-কে আরো difficult করে দেওয়া—

দেবর্ষি ঃ তার মানে তোমার এই যে seeds-এর কথা আসছে বা irrigation-এর কথা আসছে বা use of modern technology-র কথা আসছে এই modern technology গুলো use করতে গেলে তোমার কি দরকার? — তোমার পুঁজি দরকার এবং ...

রঞ্জিতা ঃ না না আমি সেটা বলছিলাম না —

অনুপ ঃ না, ও বলছে যে seeds, মানে, এগুলোই কারণ হিসাবে ধরছো কিনা?

দেবর্ষি ঃ না, দেখো seeds নিয়ে একটা অন্য কথা বলছে, মানে সমস্যাটা ...

রঞ্জিতা ঃ আমি বলছি যে seeds গুলো use করতে দেওয়া হচ্ছে — যে seeds গুলো available হচ্ছে, সেই seeds গুলো একবার use করলে landটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা সেই seeds গুলো যথেষ্ট ফসল দিচ্ছে না; তারপর ধরো dam যেভাবে তৈরী হচ্ছে, অনেক land তাতে জল পাচ্ছে না। যেগুলোই ... অন্ধ্রপ্রদেশের বহু Farm House একভাবে তো Land Less হয়ে যাচ্ছে ... কারণ ঐ agricultureটা ঠিকভাবে করতে পারছে না বলে। করতে পারছে না তার কারণ—যে ধরনের conditions আমরা provide করছি তাতে agriculture করা যাচ্ছে না। কেউ কেউ dislocated হয়ে চলে যাচ্ছে এবং কেউ কেউ Suicide করছে। ফলে এটাও তো একটা কারণ।

দেবর্ষি ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি যে এই dam-এর কারণটা বললে, সেই কারণটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অতটা প্রযোজ্য নয়।

অনুপ ঃ না, hybrid seed খুব-ই প্রযোজ্য। Pesticide, insecticide প্রযোজ্য। Fertilizers ?

দেবর্ষি ঃ Fertilizers জমির উর্বরতা নষ্ট করে দিচ্ছে। এবং আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে বোরো চাষ, high-yielding variety, বোরো চাষের জন্য প্রচুর পরিমানে জলের দরকার হয়, ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর আমাদের ক্রমশ নামছে এবং জল আর পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষি জমি বন্ধ্যা হয়ে যাওয়াটাই কৃষকদের উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার কারণ নয় কি?

অনুপ ঃ এখানেই নয় শুধু, কৃষি জমি বন্ধ্যা কেন হোলো — capital-এর প্রবেশ। Capital-এর প্রবেশ, hybrid seeds, pesticide, insecticide, fertilizer ভিত্তিক যে চাষ ব্যবস্থা — আজকে যা সাধারণভাবে উচ্ছেদ-এর কারণ হয়েছে।

দেবর্ষি ঃ তবু যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে দ্যাখো যে দক্ষিণবঙ্গে যতটা রাসায়নিক সারের ব্যবহার হয়, high yeilding seed যতটা নেওয়া হয়; রাসায়নিক সারের ব্যবহার উত্তরবঙ্গে এখনও কিন্তু অনেকটা কম। নেই বলবো না। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে জমি বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আর তার জন্য কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে — এই প্রক্রিয়াটা তীব্রভাবে কিন্তু এখানে এখনো শুরু হয়নি। এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এবং সমীক্ষাগুলোতে উঠে আসছে, কৃষকরা informal economy-তে চলে যাচ্ছে। আজকে যদি, মানে যেটা তোমার কথায় ছিলো, যেগুলোকে তুমি কারণ বলছো সেগুলোকেই ওরা বলছে necessary conditions for the agriculture — উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করতে হবে, উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, এবং এগুলো করতে গেলে শস্যের ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হবে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মূলতঃ ধান উৎপাদন বেশী হয়। কৃষি বৈচিত্র্যে চলে যাবার কথা বলা হচ্ছে সেখানে সেইসব উৎপাদন যেমন—cash crops, তুলোর চাষের দিকে চলে যাবার কথা ভাবছি, ফুলের চাষ করার কথা ভাবছি, জৈব প্রযুক্তির জন্য সেই যে যে চাষ করা উচিৎ সেগুলো করার কথা ভাবছি। অর্থাৎ agriculture diversity বা কৃষি বৈচিত্র্যে চলে যাবার কথা বলা হচ্ছে। এগুলো করতে পারছে না বলেই কিন্তু কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের সামনে একটাই পথ খোলা থাকছে: পুঁজিবাদী বহুজাতিক উদ্যোগগুলোর সঙ্গে নিজেদেরকে সামিল করা।

অনুপ ঃ আমি just ঐ arguement-টাকে ধরে রাখছি, যেটা হচ্ছে এটাতো আজকে তাকে করতে বলা হচ্ছে।

দেবর্ষি ঃ হ্যাঁ

অনুপ ঃ কিন্তু এর আগে তো তাকে আরেকটা জিনিষ করতে বলা হয়েছিলো—সেটাও তাকে এক অদ্ভুতভাবে global capital-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলো। প্রতিবারেই, এই arguement-এর আগে আরো একবার হয়েছে কিন্তু যেখানটা যেতে চাইছি, তোমার চাষ ব্যবস্থা সনাতন, এটা কিন্তু আজ প্রথমবার বলা হচ্ছে না ...

দেবর্ষি ঃ না ...

অনুপ ঃ এর আগেও আরেকবার বলা হয়েছে, ষাট-সত্তরের দশকে।

তোমারটা দিয়ে চাষ হবে না। তোমার সেচ ব্যবস্থা 'আধুনিক' নয়, তুমি বড্ড বেশী বৃষ্টি নির্ভর, তোমারটায় কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে না — growth দেবে না। তোমারটায় extensive growth হবে, Growth একসময় স্থিত হয়ে যাবে।

দেবর্ষি ঃ extensive growth হবে, Intensive হবে না ...

রঞ্জিতা ঃ Intensive হবে না। Intensive West-এ হয়েছে, হচ্ছে।পুঁজিবাদ-এর মধ্যে intensive growth হয়। উচ্চ-ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। যেটা এখন বলা হচ্ছে সেটা তখনও একবার বলা হয়েছিলো যে, তুমি এই Global Capitalist Circuit-টাতে ঢোকো। প্রশ্ন হল: কীভাবে? এই উচ্চ-ফলনশীল বীজগুলো কারা তৈরী করে? কোথায় তৈরী হয়?

দেবর্ষি ঃ বৃহৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলোতেই ...

অনুপ ঃ হ্যাঁ, সেই উদ্যোগুলো থেকেই ওগুলো এসেছে। সুতরাং বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগ আছে, তাদের research and development Unit আছে। উচ্চ-ফলনশীল বীজ-এর ব্যবহার কিন্তু একটা বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার; এরই পাশাপাশি কৃষক যে বীজ-এর ব্যবহার করতো তার মধ্যেও একটা technology ছিলো, ওটায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নেই মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ধরে নেওয়া হোলো যে ওটা অবৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তির ব্যবহার ওটাতে নেই। আমরা বলে দেওয়ার কে যে ওতে বিজ্ঞান নেই, প্রযুক্তির ব্যবহার নেই? একথা আমরা তখনই উচ্চারণ করি যখন আমরা ধরে নিই যে আমাদের 'সভ্য' মানুষদের কাছে যেটা আছে সেটা হল (বি)জ্ঞান আর ওদের কাছে আছে সনাতন ধ্যান-ধারণা, প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা, যা জ্ঞান হিসাবে কখনওই কোয়ালিফাই করে না। তাহলে কোন (বি)জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার

করতে হবে? বৃহৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগ থেকে যে সমস্ত বীজ, সার, কীটনাশক, সার উৎপাদন করা হচ্ছে, শুধুমাত্র সেটাই বিজ্ঞান বলে গৃহীত হচ্ছে, আর এর বাইরে আর যা কিছু পড়ে রইল তা তকমা পেল অবৈজ্ঞানিক-এর। Global Capitalist Enterprize-এর সাথে নিযুক্তির কথা তাই প্রথম উচ্চারণ করা হল না। ৬০ ও ৭০-এর দশকে বিজ্ঞানের নামে এই নিযুক্তির পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল (তবে তার মানে এই নয় যে সেই সময় উন্নয়নের কথা বলা হয়নি, কিন্তু যুক্তি হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছিল বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রশ্নটি।) আজ আবার উন্নয়ন করার নামে এই নিযুক্তির পক্ষে সওয়াল করা হচ্ছে (একই ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশ্নটি যে উবে গেছে এমন নয়, কিন্তু আলোচনাতে প্রাধান্য পাচ্ছে উন্নয়নের ধারণাটি।) সুতরাং অন্তত দু'বার এই arguementটা এসেছে।

দেবর্ষি ঃ যেটাকে আমার প্রশ্ন—

অনুপ ঃ উচ্চ ফলনশীল বীজ-এর পক্ষে এই কথাটা তখন বলা হয়েছিল এই উন্নত বীজ কৃষকদের দিতে পারলে, উৎপাদন বাড়বে। growth হবে। কৃষক না খেতে পেয়ে মরবেনা, পরিবারটা বাঁচবে।

দেবর্ষি ঃ তার মানে আমাদের আলোচনা থেকে দুটো কথা উঠে আসছে ...

অনুপ ঃ হ্যাঁ, যাওয়ার যেন দুটো পথ: প্রথমবার বলা হয়েছিলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হলেই হবে তোমার। দেখা গেলো তাতেও কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ আটকানো যাচ্ছে না — যেটা রঞ্জিতা তুলছে যে ওটা বন্ধ্যাত্ব দিচ্ছে জমিকে। 'বন্ধ্যাত্ব' শব্দটা ব্যবহার করা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। আর আজকে মনে হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিলে হবে না শুধু, global capital-এর সাথে, পেপসিকোর সাথে হুক করে নিতে হবে। তোমার উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে যুক্ত করে নিতে হবে পেপসিকোর সাথে।

রঞ্জিতা ঃ এবং যেটা ভাবা হচ্ছে না, আজকে পেপসিকোর হয়ে আলুর যে চাষ করবো, সেটা জমিটাকে শেষ করে দেবেনাতো? পেপসিকো যেই দেখবে জমির উর্বরতা শেষ, সে আর ঐ চুক্তিটাকে বাড়াবে না — এটা আমরা ভাবছি না। সংবাদপত্রের রির্পোট বলছে — *special type of potatos for the period under agreement, period under agreement* — মানে একটা বিশেষ সময়ের-ই চুক্তি, তারপরে ঐ জমিটার কি হবে — একথাটা কিন্তু বলা হচ্ছে না কোথাও। সেই চুক্তির আবার পুনর্নবীকরণ হবে কিনা? এগুলো আমরা কিছুই জানিনা কিন্তু। তবে আলোচনাটায় এইবার একথাগুলো আনাই যেতে পারে — চুক্তির পুনর্নবীকরণ নিরাপত্তা দাও, পঞ্চায়েতকে আরো strong করো, সরকারকে আরো দায়বদ্ধ করো, সরকারের ওপর প্রভাব খাটাও।

অনুপ ঃ ষাটের দশক এবং আজকে, দুবার-ই কিন্তু কৃষি ব্যবস্থাকে বহুজাতিক পুঁজিবাদী উদ্যোগের সাথে হুক করতে বলা হচ্ছে।

দেবর্ষি ঃ তবে একটা কার্যগত তফাত আছে। ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের সময় এই 'প্রাক-পুঁজিবাদী' উদ্যোগগুলিতে বহুজাতিক পুঁজিবাদী কোম্পানীর উচ্চ-ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইনপুট হিসাবে আসছিলো। আজকে কিন্তু উল্টেটা হচ্ছে। আজকে 'প্রাক্-পুঁজিবাদী' উদ্যোগগুলির উৎপাদিত বস্তুগুলি যেমন—এখানে যে বিশেষ ধরনের আলুটা

তৈরী করছে, সেটা কিন্তু বহুজাতিক উদ্যোগের input হিসাবে যাচ্ছে। তার output হিসাবে একটা পুঁজিবাদী পণ্য তৈরী হচ্ছে।

অনুপ ঃ ওখান থেকে সে হয়তো Potato chips বানাবে। প্রথমবার Capital-এর surrogate এসেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নামে।

দেবর্ষি ঃ আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো তা হল দু'বারই বহুজাতিক পুঁজিবাদী উদ্যোগের সাথে নিযুক্তির বিষয়টি আসছে 'পিছিয়ে থাকা'-র প্রেক্ষিতে।

অনুপ ঃ কিন্তু 'পিছিয়ে থাকা'-কে ভালোও বলতে পারছি না, আবার 'পিছিয়ে থাকা'-টাকে খারাপও বলতে পারছি না।

দেবর্ষি ঃ 'পিছিয়ে থাকা'-কে ধরে রাজনীতি, আমাদের রাজনীতির ভাবনা নয়, যদি আবার সেই শুরুর আলোচনাতে ফিরে যাই, মানে এই সময়ের রাজনীতি বলতে কি রাজনীতি-র কি ধারণা আমরা তুলে ধরতে চাইছি? 'পিছিয়ে থাকা'-কে ধরে কোনও ধরনের romanticism-এ গা-ভাসাতে আমরা চাইছি না।

অনুপ ঃ আবার এই সময় কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে—এগিয়ে থাকার যে মানদণ্ড তৈরী হয়ে যাচ্ছে, সেটাও আমরা মেনে নিতে পারছিনা। মেনে নেওয়া বা বিরোধিতা করাটা সংকীর্ণ অর্থে পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। না-মেনে নেওয়ার কারণটা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। কারণ মানদণ্ড হিসাবে যেটাকে তুলে ধরা হচ্ছে তা হ'ল ঃ পুঁজিবাদ, মানদণ্ডটা পুঁজিকেন্দ্রিক। মানদণ্ডটিতে পুঁজি মুখ্য, পুঁজি-ই লক্ষ্য। কিন্তু পুঁজিবাদ সংজ্ঞাগতভাবেই একটা শোষণমূলক ব্যবস্থা। আমরা শোষণ বিরোধী। তাই আমরা শোষণ-বিরোধী রাজনৈতিক ভাবনাকে তুলে আনতে চাইছি। আর শোষণ-বিরোধী বলেই 'ট্র্যাডিশন' আমাদের কাছে সংশয়ের উর্দ্ধে নয়; 'ট্র্যাডিশন'-এর মধ্যেও শোষণ থাকতে পারে।

রঞ্জিতা ঃ তার মানে কি 'আধুনিকতা' এবং 'ট্র্যাডিশন' অথবা শিল্প বনাম কৃষি বা Western এবং Orienental — এই পরিসরগুলোকে আরো যত্ন নিয়ে ভেঙ্গেচুরে, তুল্যমূল্য বিচার করে দেখা দরকার?

দেবর্ষি ঃ এই জায়গাটায় আমরা পৌঁছাতে চাইছি। 'মডার্ন' বাজে 'ট্র্যাডিশন' ভালো বা 'মডার্ন' ভালো 'ট্র্যাডিশন' বাজে— এই দুই তরফ সম্ভবনাকে আমরা প্রশ্নের মুখে ফেলতে চাইছি। এবং এটাকে আরো যত্ন সহকারে বিচার করতেও চাইছি।

অনুপ ঃ আরেকটু বুঝিয়ে বল ?

দেবর্ষি ঃ 'ট্র্যাডিশন' মানে কোনো এক সমসত্ত্ব ধারণা নয়,'ট্র্যাডিশন' মানে-ই শুধু অত্যাচারী জমিদার আর দুর্বল কৃষকের গল্প নয়; 'ট্র্যাডিশন' মানেই শুধু কৃষকের পিছিয়ে থাকা জ্ঞান নয়; 'ট্র্যাডিশন' মানে অনেক কিছু — একটা বিসংহত পরিসর। 'ট্র্যাডিশন' মানে কৃষকের চাষবাসের বিভিন্ন ধরন; চাষের এবং বাসের বিভিন্ন ধরন। এই বিভিন্ন পার্থক্য-এর প্রতি সংবেদী নিযুক্তির বদলে সবকিছুকে কখনো তৃতীয় বিশ্ব, কখনওবা সামন্ত্রতান্ত্রিক অবশেষ, আবার কখনওবা 'ট্র্যাডিশন' বলে বিভিন্ন খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা থাকছে ঃ এক, মেনে নেওয়া 'ট্র্যাডিশন' মানে-ই একটা বর্বর পিছিয়ে থাকা পরিসর; দুই, সেই সঙ্গে এটাও মেনে নেওয়া যে এই অবস্থা থেকে

বেরোনোর একটাই রাস্তা — ইউরোপের মতো পুঁজিবাদী স্তরে উত্তরণ ঘটানো। অর্থাৎ উন্নয়নের জন্য একটা পথ-ই খোলা থাকছে ইউরোপের উন্নয়নের ইতিহাসকে মেনে নেওয়া। তবে কেউ যদি প্রশ্ন তোলে যে 'ট্র্যাডিশন' মানেই শুধু কেন বর্বরতাকে ভাবতে হবে এবং উল্টে যদি বলে 'ট্র্যাডিশন'-এর এইরূপ উপস্থাপনার পেছনে ইউরোপের পুঁজিবাদী উন্নয়নের ইতিহাসকে-ই বৈধ করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তাহলে সমস্যা বাড়বে এবং আরো অনেক প্রশ্ন সামনে চলে আসবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে ইউরোপের পুঁজিবাদী উন্নয়নের বাইরে উন্নয়নের আরো অসংখ্য ইতিহাস থাকতে পারে কিনা?

রঞ্জিতা ঃ তার মানে আমরা as such উন্নয়ন-বিরোধী নই। কিন্তু উন্নয়নের যে পথ আমাদের সামনে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে এবং যে পথটাকে সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক বিশ্বাস বলে আমাদেরকে প্রতীত করে দেওয়া হচ্ছে, সেই ইউরোপীয় পুঁজিবাদী উন্নয়নের ধারণাকে আমরা একবার ফিরে প্রশ্ন করতে চাইছি — উন্নয়ন ধারণার বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য কি এবং এই উন্নয়নের ধারণাকে-ই কেন একমাত্র একমাত্রিক উন্নয়নের ধারণা হিসাবে আমাদের মনের ভিতর চাগিয়ে তোলা হচ্ছে এবং আমাদের কাছে সম্মতি আদায় করে নেওয়া হচ্ছে যে উন্নয়ন মানে-ই এই। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রতি সামাজিকভাবে যে সম্মতি তৈরী হয়েছে, আমরা সেই সম্মতিকে আরও একবার প্রশ্ন করতে চাইছি।

দেবর্ষি ঃ তার মানে একটা কথা এখানে আসছে যে 'মডার্নিটি' এবং 'ট্র্যাডিশন' — এই দুটোর given assessment-কে আমরা মানছি না। তার মানে 'ট্র্যাডিশন' আর 'মডার্ন'কে, given যে প্যারামিটারগুলো আছে তা দিয়ে আমরা মাপতে চাইছি না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা মাপ ছেড়ে দিতে চাইছি। আমরা অন্য কোনো মাপ নিয়ে আসতে চাইছি, অন্য কোনও ভাষাকে তুলে আনতে চাইছি এবং সেখান থেকেই এই সময়ের রাজনীতির প্রশ্নটা আসছে।

অনুপ ঃ এই সময়ের একটা given রাজনীতি আছে — যে বলে 'ট্র্যাডিশন'-কে 'মডার্ন' হতে হবে, উন্নয়ন-এর এই একটাই পথ। উন্নয়ন একটা রাজনীতি। উন্নয়নেরও একটা রাজনীতি আছে। আমরা এই given সময়ের description এবং given রাজনীতির description – rather prescription — এই দুটো থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। কেননা আমাদের আজকে একটা এই সময়ের different description and a different prescription, if it is at all a prescription ... 'মডার্ন'ভালো বা 'ট্র্যাডিশন' ভালো, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ — এই তর্কে আমরা ঢুকছি না।

ধরা যাক আমি শ্রেণী (উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপাদন, আহরণ, বণ্টন ও গ্রহণ) ধারণাটিকে এই পরিসরটার মধ্যে ব্যবহার করলাম, পরিসরটা সাথে সাথে ভেঙ্গে গেল। 'আধুনিক' কিছু শ্রেণী-প্রক্রিয়া আছে — পুঁজিবাদী এবং সাম্যবাদী শ্রেণী-প্রক্রিয়া। 'ট্র্যাডিশন'-এ কিছু শোষণ-নির্ভর শ্রেণী-প্রক্রিয়া আছে, কিছু না-শোষণমূলক শ্রেণী-প্রক্রিয়া আছে।

রঞ্জিতা ঃ আমি sex-gender process-কে ব্যবহার করলাম। তাহলে 'আধুনিক'-এ কিছু sex-gender process আছে যেগুলো নিষ্পেশণমূলক — আমি যেগুলো ভাঙ্গতে চাই। আমেরিকাকে পুঁজিবাদী-আধুনিক রাষ্ট্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমেরিকার হাউসহোল্ড গুলোতে শোষণ-নির্ভর এবং না-শোষণমূলক শ্রেণী প্রক্রিয়া আছে। আবার সেক্স-জেন্ডার

প্রক্রিয়ার দিক থেকেও আমেরিকাতে নিষ্পেষণমূলক এবং না-নিষ্পেষণমূলক শ্রেণী প্রক্রিয়া আছে। তার মানে 'মডার্ন' মানেই খারাপ নয়; 'মডার্ন' মানেই ভালো নয়। আবার একটা 'ট্র্যাডিশনাল' সমাজেও একই রকমভাবে এই সম্ভাবনাগুলো দেখা যেতে পারে।

দেবর্ষি ঃ এবার এখানে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন যদি পিছন থেকে করি যে — এই যে 'শ্রেণী' বলে একটা প্রেক্ষিত আনছি বা 'sex-gender process' বলে একটা প্রেক্ষিত আনছি এবং এটার প্রেক্ষিতে রাজনীতি করতে চাইছি — এই সময়ের রাজনীতি কখনো কখনো করতে চাইছি ... তাহলে প্রশ্ন হোলো given পরিসরটায় এই রাজনীতির কল্পনা করে উঠতে পারছি না কেন? এই পরিসরের কোনো বিশেষত্ব আছে কি? যে বিশেষত্ব এই সম্ভবনাগুলোকে আসতে দিচ্ছে না?

অনুপ ঃ মানে এই রাজনীতি কল্পনা হয়েই উঠতে দেয় না —

দেবর্ষি ঃ হয়ে-ই উঠতে দেয় না।

অনুপ ঃ তখন মনে হয় যে আর কোনও পথ নেই, পথ যেন একটাই।

দেবর্ষি ঃ আমরা সহজেই দুটো কথা নিয়ে আসতে পারলাম। যখন আমরা নিজেদের মধ্যে কথাটা না বলে কথাটা বাইরের লোকের সঙ্গে বলতে যাই তখন কিন্তু এত সহজে কথাটা রাখতে পারছি না। তখন আমরা সমস্যাগুলো বুঝতে পারছি, যে কথাটা রাখতেই পারছি না।

অনুপ ঃ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে-তে পড়ানো যাবে কিভাবে? — এইভাবে আলোচনাটা নিয়ে আসা যাবে না কখনো।

দেবর্ষি ঃ বা যদি আরো সুনির্দিষ্ট করে বলি যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন কি উদ্বৃত্ত শ্রম-এর পারসপেকটিভ-স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে আলোচনাটা করবে?

অনুপ ঃ মানে যত সহজে আমি চলে গেলাম, তত সহজে এই সময়ের আধিপত্যটার ছবিটা ভাঙ্গেনা, ভাঙ্গতে অনেক সময় লাগে এই সময়ের আধিপত্যটার।

দেবর্ষি ঃ আমরা যখন রাখতে পারছি না, তার মানে এখানে কিন্তু একটা ক্ষমতার প্রক্রিয়া রয়েছে, ক্ষমতার প্রক্রিয়াটা এমনভাবে ক্রিয়াশীল যাতে আমার কাছে আগের থেকেই রাজনীতি কল্পনা বলে কিছু ঠিক করে দেওয়া থাকছে। যার মধ্য থেকেই আমাকে কাজ করে যেতে হবে। এবং ঐ রাজনীতি কল্পনার মধ্য থেকেই যে যে প্রশ্নগুলো উঠে আসছে সেই সেই প্রশ্নগুলোকেই করতে হবে এবং সেই সেই উত্তরগুলোকেই উত্তর বলে মেনে নিতে হবে।

রঞ্জিতা ঃ ঠিক ... ঠিক এবং সেটা এই সময়ের ব্যাখ্যার সাথেই যুক্ত যে আমি কি কি চাইবো, কি কি করবো — সেইটা আমার এই সময়ের ব্যাখ্যার সাথেই যুক্ত ... ঘটনার ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত। আমি একটা ধর্ষণের ঘটনাকে সেভাবে ব্যাখ্যা করবো সেইভাবেই আমি প্রতিকার চাইবো তার। আমার ধর্ষণের ঘটনাটার ব্যাখ্যা যদি পাল্টে যায়, প্রতিকারের কল্পনাটাও পাল্টে যাবে তাহলে।

দেবর্ষি ঃ মানে যেটা আমি বললাম ... যে 'সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ'কে যদি কারণ করি, তাহলে আমার কাছে পুঁজিবাদ উত্তর, মানে সামন্ত্রতান্ত্রিক সমস্যার পুঁজিবাদী সমাধান হবে। তার মানে আমার ব্যাখ্যাটা দেওয়ার পিছনে আমরা একটা চিন্তা ক্রিয়াশীল। একটা চিন্তাগত কাঠামো আছে।

অনুপ ঃ ব্যাখ্যাটার পিছনে একটা চিন্তাগত কাঠামো আছে — কেন আমি অন্য কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছি না?

দেবর্ষি ঃ তার মানে তুমি বলতে চাইছো আমরা ভিন্ন কোনও ব্যাখ্যা ভাবনা দিতে পারছি না, কেননা বিশেষ একটা চিন্তাগত কাঠামো মাথায় সেঁধিয়ে রয়েছে, যা অন্য একটা একটা ব্যাখ্যার পথ, সম্ভাবনার পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই অন্য ব্যাখ্যার সাথেই অন্য রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অনুপ ঃ এই সময়টাকে যদি আমি অন্য সময়ে করতে না পারি, তা'লে অন্য রাজনীতি-ও করতে পারবোনা।

দেবর্ষি ঃ অন্য সময় মানে সময়ের অন্য ব্যাখ্যা যদি দিতে না পারি, তা'লে অন্য রাজনীতিও কল্পনা করতে পারবোনা ...

রঞ্জিতা ঃ নইলে আমি ওটার মধ্যে-ই ঘুরতে থাকবো। নিরন্তর ওটার মধ্যে ঘুরতে থাকবো।

দেবর্ষি ঃ যেন ওটার থেকে বেরোনোর আমার কোনও সুযোগ থাকছে না। তার মানে আমাকে এই সময়ের রাজনীতির ভাবনাকে প্রশ্ন করে, সেটার বাইরে বেরিয়ে, সেটাকে ভেঙ্গে ফেলে, একটা অন্য সময়ের বাস্তবতাকে, অন্য সময়কে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে।

রঞ্জিতা ঃ ধর্ষণ দিয়ে একটা উদাহরণ দিচ্ছি ... ধর্ষণ হয়ে গেলে অনেক সময় আদালত বলেছে যে বিয়ে করে নিলেই শাস্তি মকুব ... বিয়ে করে নিলে সাতখুন মাফ্। তার মানে, ... বিবাহ — উভয়ের কল্পনার সাথে, উভয়ের description-এর সাথে প্রতিকার-টা জুড়ে আছে। আমাদের তাহলে imaginationটা কি? — প্রথমে বিবাহ, তারপর যদি জোর-ও করা হয়, সেটা ধর্ষণ নয়। তাইতো? Court এখানে just এটাকেই reverse করছে, এই ... এই ব্যাপারটাকেই ধরে রাখছে যে প্রথমে ধর্ষণ করা হয়েছে, যদি পরে বিবাহ করে নেয় তা'লে আগেরটা যেন আর ধর্ষণ থাকবে না। Interesting ভাবে প্রতিকারটা আসছে। তোরা খেয়াল করলি প্রতিকার-টা আসছে এই description থেকে যে বিয়ে করে ধর্ষণ করলেও সেটা ধর্ষণ নয়। আর এক্ষেত্রে শুধু the whole thing is gone a little awry — আগে ধর্ষণ হয়ে গেছে, তারপর যদি তুমি বিয়ে করে নাও তাহলে আগেরটা যেন ধর্ষণ বলেই গণ্য হবে না। ঠিক আছে? তা'লে description-এর উপর নির্ভর করছে এর প্রতিকার। তার মানে এখানে আমাদের মাথায় আছে যে বিয়ের পর ধর্ষণ হয় না। ধর্ষণটা বিবাহ বহির্ভূত একটা বিষয়, মানে বিয়ে দিয়ে structure করে দিলে পুরো systemটা ... সেখানে ধর্ষণের প্রশ্ন তোলা যায় না। ধর্ষণ নয়, actually sexually relation-কে define করছে পুরো বিয়ে দিয়ে। মানে ধর্ষণ becomes a legitimate sexual relation যদি marriage হয়ে যায়।

অনুপ ঃ যদি marriage হয় — correct ... Marriageটা যদি before হয় খুব ভালো, যদি before না হয়ে atleast after হয়ে থাকে তাহলে যে পুরুষ নারীর ওপর জোর করেছে সে legitimate owner of that body ... তা'লে জোর-টা আর জোর নয়। কিন্তু এটা অসম্ভব ভুল একটা আলোচনা। কিন্তু এটাকেই প্রতিকার বলে মনে করেছে মানুষ। ভারতীয় Code এটাকে প্রতিকার মনে করেছে, কারণ descriptionটা, তার sexual process of descriptionটাই এর প্রতিকার ... sex-gender process-টার বর্ণনা এইভাবেই আসছে —

এবং প্রতিকারটাও আসছে তার হাত ধরে। সুতরাং আমাদের morality tradition-এ যেরকম description আমরা দেব তার উপর নির্ভর করবে প্রতিকারটা। ... Journey, trajectory পথ চলা, voice— সব কিছুর মানে পাল্টে যাবে, যদি ব্যাখ্যাটা পাল্টে যায়। সুতরাং কীভাবে ব্যাখ্যা করছি তা এই সময়-এর রাজনীতি ভাবনার সাথে কোথাও ওতপ্রোতভাবে — অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমার descriptionটার ওপর নির্ভর করবে আমার পথ চলাটা — my politics is contingent upon my description.

দেবর্ষি ঃ কৃষিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তাতে দেখতে পাচ্ছি বারংবার-ই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নয় ইন্‌পুট হিসাবে নয় আউট্ পুট হিসাবে (কৃষিকে) যুক্ত হবার কথা বলা হচ্ছে; আগে ইনপুট নিয়েছি এখন আউটপুট হিসাবে যুক্ত হচ্ছি — এই যে চাপটা থাকছে, এই চাপটা তৈরী হবার পিছনে ইতিহাসের ভূমিকা কী থাকছে? মানে ইতিহাসটাকে আমরা কিভাবে তৈরী করেছি বা ইতিহাসটাকে আমরা কিভাবে লিখেছি এবং আমাদের আন্দোলন সেগুলো হয়েছিল সেখানে ইতিহাসকে কিভাবে ভেবেছি এবং ঐ আন্দোলনগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করেছি? কারণ প্রতিটি আন্দোলন-কে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবেই, আমি, ভাবছি এবং এই আন্দোলনগুলোকে আমরা কি মনে করি — মানে — কীভাবে বিশ্লেষণ করবো? যদি ইতিহাসকে ফিরে দেখি তাহলে আমাদের এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-র আগের অবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-র পরবর্তী অবস্থা — দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ এসেছিলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-র পরবর্তীতে প্রাধান্যকারী ধারণা হিসাবে জমিকে বুর্জোয়া অর্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-র প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা শুরু হয়। আগে একটা জমির ওপর অনেকের অধিকার থাকতো এবং সেটা কনট্রাডিকটরি ও কন্‌ফ্লিকচুয়ালও হোতো। সেই জায়গা থেকে যখন জমিদারকে জমির মালিক করা হোলো এবং কৃষকদের যে হেরিডিটরি রাইট, সেটা বংশানুক্রমিক অধিকার, সেটা যেমন চলে গেল এবং তার পরিবর্তে যে জমিদাররা খাজনা আদায়কারী হিসাবে পরিণত হল। এই পুরো প্রক্রিয়াটা শুরু হোলো কিন্তু ইন্ দ্যা নেম অফ ডেভেলপ্‌মেন্ট এবং ইন্ দ্যা নেম অফ ডেভেলপ্‌মেন্ট-এ যে উন্নয়নের রেখা শুরু হোলো তাতে এবার বিতর্ক দেখা দিল, কারণ কৃষকদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে লাগলো। কৃষকরা জমির অধিকার হারাতে লাগলো। পোষ্ট সেভেনটিন থারটি নাইন জমির অধিকারটা কৃষকদের অধিকার, জমির অধিকার হারাচ্ছে কৃষকরা, জমির অধিকারটা কৃষকদের দিলে কৃষকরা আরো বেশী করে উৎপাদনশীল হতে পারবে। উৎসা পট্টনায়ক একটা অ্যানালাইসিস্ করে দেখাচ্ছেন যে তখন যে ক্যাশ্ ক্রপস্‌গুলো উৎপাদিত হচ্ছিল তা কিন্তু কৃষকদের 'স্বাধীন ইচ্ছায়' নয়; সোশ্যাল কনডিশনটাই এমনভাবে তৈরী হয়েছিলো যে কৃষকরা বাধ্য হয়েছিলো ক্যাশ-ক্রপস্ তৈরী করতে। বলা হয়েছিলো উল্টোটা কৃষকরা সব-সময়ই চায় বা চাইবে মুনাফা বাড়াতে আর সেই কারণেই তারা ক্যাশ্ ক্রপস্ উৎপাদনের পথ বেছে নেবে এবং নিজেদেরকে পুঁজিবাদী বাজারের সাথে যুক্ত করবে। একভাবে বলা যায় যে মূলধারার অর্থনীতি যে ভাবে ধরে নেয় 'মানুষ' মাত্রই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং র‍্যাশানাল ইনডিভিজুয়াল সেই ধরে নেওয়ার ভিত্তিকে উৎসা প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। সামাজিক বাস্তবতাকে পুঁজিবাদী পথে এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছিলো যে কৃষকদের সামনে আর অন্য কোনও পথ খোলা ছিলনা।

অনুপ ঃ ক্যাশ্ ক্রপস্ মানে?

দেবর্ষি ঃ ক্যাশ্-ক্রপস্ মানে হচ্ছে — পাট উৎপাদন বলতে পারো, নীল উৎপাদন বলতে পারো। এই যে বাণিজ্যক শস্য উৎপাদনটা চালু হোলো, এই উৎপাদনটা চালু হোলো একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থা তৈরী হবার ফলে — সৃষ্টি হবার ফলে। এবার তার মানে কৃষকরা বাই চয়েস্ এটা করছে বা স্বেচ্ছায় করছে তেমনটা নয়। এবং এর সাথে সাথে যেটা দেখার, বিভিন্ন যে, আঠোরশো পঁচাশি সালে যে প্রজাস্বত্ব সংস্কার হচ্ছে ... এবার আইনগুলো তৈরী হওয়া শুরু হোলো তাতে কৃষকদের কিছুটা জমির ওপর অধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং এই জমির অধিকারটাকে প্রথমে বলা হোলো যে এটাকে মর্টগেজ দেওয়া যাবে না বা বিক্রি করা যাবে না। পরে আবার আইন সংশোধন হোলো তাতে বলা হলো মর্টগেজ দেওয়া যাবে। এই যে প্রসেস্‌গুলো সব চালু হচ্ছে, তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছে কৃষকদের যদি জমির ওপর একভাবে পূর্ণ অধিকার চলে আসে একবার তাহলে কৃষকরা তখন স্বেচ্ছায় পুঁজির উৎপাদনশীল হয়ে বিনিয়োগ করবে। যে কারণে জমিদারদের জমির অধিকার দেওয়া হয়েছিল, জমির মালিকে পরিণত করা হয়েছিলো — যে পুঁজির উৎপাদনশীল হয়ে বিনিয়োগ হবে —

অনুপ ঃ যেভাবে ইংল্যান্ড হয়েছে?

দেবর্ষি ঃ বিকাশ হবে, পুঁজিবাদী উন্নয়ন হবে। যেভাবে ইংল্যান্ডে হয়েছে। সেই ভূমিকাটা জমিদার-রা পালন করেনি। জমিদার-রা না করে যেটা করেছিলো তাতে আধা-খ্যাঁচড়া অবস্থা চালু হয়েছিলো। এছাড়াও কৃষকরা ঋণের ফাঁদে জর্জরিত হয়ে গিয়ে এই ধরনের শস্য উৎপাদনে বাধ্য হতো। কিন্তু এর পরিবর্তে আরগুমেন্ট্-টা এল — কৃষকদের যদি নিজের জমির উপর মালিকানা থাকে তাহলে কৃষকরা উৎপাদনশীল হয়ে পুঁজির বিনিয়োগ করবে, বিনিয়োগ-টা এতদিন অনুৎপাদনশীল ভাবে হয়েছে। এবং চাষ থেকে যে আয়টা হয়েছে সেটার পুনর্বিনিয়োগ উৎপাদনশীল ভাবে হয়নি, হয়েছে লাক্সারিয়াস ভাবে এবং খরচা হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা ....

অনুপ: মানে মালিকানার আরগুমেন্ট্‌টা কোথা দিয়ে এসেছিলো — উৎপাদনশীলতা দিয়ে নাকি .....

দেবর্ষি ঃ মালিকানার আরগুমেন্ট্-টা — পুঁজিবাদী বিকাশ হলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে, উৎপাদনশীলতা বাড়ার জন্য পুঁজিবাদী বিকাশ দরকার। টাউটোলজিকাল (Tautological) অর্থে — উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, যদি বাড়াতে হয় তা'লে পুঁজিবাদী বিকাশ লাগবে, পুঁজিবাদী বিকাশ হলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

অনুপ ঃ কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ মানে কি?

দেবর্ষি ঃ কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ মানে কৃষিকে পুঁজিবাদী পথে নিয়ে যাওয়া — কৃষিকে পুঁজিবাদী শস্য উৎপাদনের পথে নিয়ে যাওয়া — অর্থাৎ যে শস্যগুলোর বাজার আছে, যে শস্যগুলো বিভিন্ন কল-কারাখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে — উৎপাদনকে সেই পথে নিয়ে যাওয়া। যেন সেইভাবে, যেন সেই ধরনের শস্য উৎপাদন করতে হবে এবার থেকে কৃষিতে। অর্থাৎ আমি আগে যে শস্য উৎপাদন করেছি, সেই শস্য উৎপাদনটা বাজারে বিক্রি হচ্ছেনা। কারণ সেইটার শিল্প-কারখানায় ... তেমন চাহিদা নেই।

অনুপ ঃ মানে ... বাজারে বিক্রি হলেও, সেটা পুঁজিবাদী বাজারে বিক্রি হচ্ছে না ...সেটা শিল্প-র কাঁচামাল হয়ে উঠতে পারছে না; অর্থাৎ সেটা পুঁজিবাদী উৎপাদনের উৎপাদন সামগ্রী বা মীনস অব প্রোডাকশন হয়ে উঠতে পারছে না।

দেবর্ষি ঃ অর্থাৎ, যেটা পুঁজিবাদী তথা পুঁজিবাদের বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। মানে পুঁজিবাদী বাজারের যেটা চাহিদা — মানে যে উৎপাদনটি পুঁজিবাদী চায় কাঁচামাল হিসেবে সেটাই তৈরী করতে হবে। যেমন — নীল চাষ হচ্ছে, সুগারকেন্ হচ্ছে, পাট হচ্ছে — এইগুলো যদি ... এগুলোকে যদি না উৎপাদন করা হয় তাহলে এই কাঁচামালের যে জোগানটা, সে জোগানটাকে অবাধ সরবরাহের স্তরে রাখা যাবে না।

অনুপ ঃ তার মানে আরগুমেন্ট্-টা কি এইটা যে — এতোদিন কৃষক যে উৎপাদনটা করছিলো, সে উৎপাদন-টা কম হোক বেশী হোক, খারাপ হোক ভাল হোক, এই উৎপাদনটার একটা পারিবারিক, সামাজিক প্রয়োজন ছিলো; কৌমজীবনের পরিসরে এর একটা প্রয়োজনীয়তা ছিলো। সেটা হয়ত'বা শুধুমাত্র প্রয়োজনই মেটাত। প্রয়োজন দিয়েই হয়ত তার সীমানাটা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু একই সাথে এ কথাও স্বীকার্য যে এই উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা অর্থনৈতিক পরিসর, একটা অর্থনীতি, আবার একটা অর্থনৈতিক সংস্কৃতিও তৈরী হয়েছিল; তৈরী হয়েছিল একটা নৈতিক সংস্কৃতিও; তৈরী হয়েছিল একটা অর্থের সংস্কৃতিও। উৎপাদনের ধরনেরও তো একটা সংস্কৃতি থাকে। মানে উৎপাদনের তো একটা অর্থনৈতিক দিক আছে, আবার তার একটা সাংস্কৃতিক দিকও আছে — যে কোনও উৎপাদনেরই তা আছে — সে উৎপাদন পুঁজিবাদী হোক বা না-পুঁজিবাদী হোক। এবার আগের জমির যে উৎপাদন-টা, সেটা যেভাবে করা হোতো এবং উৎপাদিত সামগ্রীকে যেভাবে দেখা হোতো, তার যে প্রয়োজনীয়তার নিরিখগুলো ছিলো, সেটা তো একটা সংস্কৃতিরও জন্ম দিত; ঐ কৌমজীবন, ঐ সমাজ ব্যবস্থা, ঐ উৎপাদন তো কামারের সাথে কৃষকের একটা সম্পর্কও নির্মাণ করে দিতো; ঐ উৎপাদনসম্পর্কগুলো আবার সামাজিক সম্পর্কেরও কারণ এবং এফেক্ট। এবার এই যে পুরো স্পেস্টা, এই পুরো পরিসর-টা, এই পুরো পরিসরটাকেই আমি যেন নতুন করে কল্পনা করতে চাইছি। নতুন করে কল্পনা করতে চাইছি। মানে ঠিক কিভাবে কল্পনা করতে চাইছি? — আমরা যেন তার নোটস্গুলো তৈরী করছি। একটা নোট তৈরী করলাম যেটা মালিকানাভিত্তিক। মালিকানার প্রশ্নটি আনলে উৎপাদনটা একটা দিকে যাবে, একটা চেহারা নেবে, একটা আকার পাবে। উৎপাদিত সামগ্রী পুঁজিবাদী পণ্য হবে। শুধু ক্যাশ-ক্রপস্ (*cash crops*) কেন? চাল বিক্রি হলে, সেটাও পুঁজিবাদী পণ্য। কোথায় বিক্রি হবে চাল? — বিক্রি হবে পুঁজিবাদী বাজারে। বাজারে নয় কিন্তু; বাজার চিরকালই আছে; পুঁজিবাদের আগেও বাজার ছিলো, বাজারে-ই কেনা-বেচা হোতো, বাজারেই এক্সচেঞ্জ হোতো। বাজার মানেই পুঁজিবাদী বাজার নয়। বাজারের একটা বিশেষ ধরন পুঁজিবাদী বাজার। এবং মার্ক্সের ঐ *ফোর ফর্মস্ অফ্ এক্সচেঞ্জ* (তেপান্তর, ২০০৫) যদি আমরা ভাবি, ভ্যালু ফর্মস (*value forms*) নিয়ে যদি একটু বিস্তৃতভাবে ভাবি, তাহলে দেখব অন্য ফর্মেও এক্সচেঞ্জ হোতো; মার্ক্স তাই দেখিয়েছেন ক্যাপিটল ভল্যুম ১-এ কমোডিটির সেকশন-এ; কামার তার লোহা লস্কর-টা দিয়ে দিতো কৃষককে, পরিবর্তে চাল নিয়ে নিতো। সুতরাং এখানে একটা অন্য প্রয়োজনীতার

নিরিখে ব্যাপারগুলো আলোচনাগুলো হোতো, এক্সচেঞ্জ হোতো, সম্পর্কগুলো নির্মাণ হোতো। তাকে ভেঙ্গে মালিকানার আরগুমেন্ট্টা আসছে কোথা থেকে? মালিকানার আরগুমেন্ট্টা কি এখান থেকে আসছে যে জমির মালিকানা কৃষককে দেওয়া, তার থেকে পুঁজিবাদী পণ্য হওয়া কৃষির ফসল-টা এবং সেটা পুঁজিবাদী বাজারে যাওয়া ...

দেবর্ষি ঃ মানে সেই .....

অনুপ: এবং এটা উৎপাদনকেও বাড়াবে ... যেন?

দেবর্ষি ঃ মানে এই যে কাঁচামালটা তৈরী হচ্ছে, এটা-তো মোট কথা পুঁজিবাদী বাজারের নিরিখেই হচ্ছে; এখন এটাই ঘটছে। এবং যেটা আমি দেখাতে চাইছি যে, এই যে আরগুমেন্ট-টা তৈরী হয়ে গেল ... এই যে একটা মালিকানা ভিত্তিক আরগুমেন্ট —

অনুপ ঃ সেই সময়ের আরগুমেন্ট হিসাবে —

দেবর্ষি ঃ হ্যাঁ, সেই সময়ের আরগুমেন্ট হিসাবে, সেইটাকেই আমরা নিয়ে নিলাম সর্বৈব সত্য বলে। সেইটাকেই একভাবে আমরা গিভেন্ (*given*) বলে ধরে নিলাম, সেইটাকেই একভাবে আমরা কৃষকদের অধিকার বলে মেনে নিলাম, সেইটাকেই একভাবে আমরা কৃষকদের স্বাধীনতার চেহারা বলে ভেবে নিলাম। ভেবে নিয়ে আমরা যখন আজকে-ও আরগুমেন্ট্গুলো তৈরী করছি, তখন-ও আমরা তৈরী করছি কিন্তু এই মালিকানার প্রেক্ষিতেই।

অনুপ ঃ মালিকানা পাওয়াটা — বা মালিকানার পক্ষে সওয়াল করাটা কখনই একটা মার্ক্সবাদী আরগুমেন্ট হতে পারে না। বড় জোর সেটা একটা পুঁজিবাদী আরগুমেন্ট।

দেবর্ষি ঃ ঠিক। যখন আমরা আজকে ভূমি সংস্কারটা সারা ভারতবর্ষের কাছে ... কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা বড় পদক্ষেপ হিসেবে রাখছি .. এবং বড়াই করে বলছি যে সেটা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে ... তখন আমাদের আরগুমেন্টটা আদতে হয়ে থাকছে একটা পুঁজিবাদী আরগুমেন্ট। জাপানে ভূমি-সংস্কারকে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম ধাপ হিসেবে দেখা হয়েছিল। অনেক মেইনস্ট্রীম ইকনমিস্ট-ই তাই ভূমি সংস্কারের পক্ষে থাকেন। আমাদের দেশে কেন ভূমি-সংস্কারের পথ মার্ক্সবাদের সাফল্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ আমি ঠিক জানি না। ভূমি সংস্কার অবশ্যই পুঁজিবাদের সাফল্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ। মার্ক্সবাদের নয়। মার্ক্সবাদের সাফল্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের সমবায়নীতিতে থাকতে পারে। ... কিন্তু সেটা ফলে স্বাধীনভাবে স্ব-ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত নেবে — পেছনে দেখাচ্ছিলাম .... তার কি করা উচিৎ তার পথে কিন্তু খুব লিমিটেড। তার সামনে খুব বেশী পথ খোলা নেই। এবং ঐ পথটা কৃষকদের স্বাধীন পথে। এটা কিন্তু প্রিজিউম (presume) করে নিচ্ছি যে কৃষকের স্বাধীনপথ হচ্ছে, স্বাধীন অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তাহলে কৃষক এই পথে যাবে; যেহেতু নেই, তাহলে কৃষকের এই পথে সে যেতে পারছেনা।

রঞ্জিতা ঃ ব্যক্তি মালিকানা যেহেতু এখানে একটা আনকোয়েশ্চনড গুড — তার মানে ব্যক্তি মালিকানা পাওয়াটা ভালো, আর না যদি পেয়ে থাকি, তা'লে পেতে হবে। এ'নিয়ে রাজনীতি করাটা ভালো। রাজনীতি মানেই যেন ব্যক্তি মালিকানার উপর রাজনীতি ...

অনুপ ঃ এর ফলে রাজনীতির ভাষাটা হয়ে যায় ব্যাক্তি মালিকানার ভাষা।

রঞ্জিতা ঃ তার মানে ঐ ... ঐ পয়েন্ট-টাই আবার ফিরে আসছে যে এই সময়টা আমি যেভাবে ডেস্‌ক্রাইব করবো ... এই সময়টা আমি ডেস্‌ক্রাইব করলাম যেভাবে ... অর্থাৎ মালিকানা হলে ভালো হয়, মালিকানা কাঙ্খিত, মালিকানা নেই মানেই উৎপাদনশীলতা নেই বা পুঁজিবাদী বিকাশ নেই, পুঁজিবাদী পণ্য নেই, পুঁজিবাদী বাজার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি ... আমার এই সময়ের রাজনীতিটাও সেই ভাষা ... সেই স্রোতেই বইবে যেন। আমার রাজনীতিটা হবে মালিকানাভিত্তিক, হবে মালিকানাকে কেন্দ্র করে। যে মালিকানা থাকলে ভালো হোতো — মালিকানার উপর লড়াই তাই রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে গেল। এই সময়ের ডেস্‌ক্রিপশনের সাথে এই সময়ের রাজনীতি, তার মানে সম্পর্কিত।

দেবর্ষি ঃ আসলে আমি আরও বলতে চাইছিলাম যে, এই সময়ের এই ডেস্‌ক্রিপশ্‌নটা তৈরী হওয়ার পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। মানে একটা ইতিহাস কিভাবে আমার ঐ সময়ের ডেস্‌ক্রিপশনটাকে বেঁধে দিয়েছে যে, ঐ ইতিহাসটাকে যদি আজকে আমি কোশ্চেন্‌ করতে না পারি, এই ইতিহাসটাকে, তাহলে আমার এই সময়ের রাজনীতির ভাবনাটা বাঁধা পড়ে থাকবে। এটাকে আমি গিভেন ধরে নিয়ে, আমি আলোচনা শুরু করলাম। ধরে নিলাম যে ঐ পথটাই ভালো।

অনুপ ঃ হ্যাঁ। সত্যি-ই এরকম একটা আরগুমেন্ট্‌ হয়েছিলো মালিকানার পক্ষে।

দেবর্ষি ঃ মালিকানার পক্ষে আরগুমেন্ট হয়েছে বলেই-তো বিভিন্ন আইনগুলো তৈরী হচ্ছে।

অনুপ ঃ সেগুলো মালিকানার পক্ষের আইন।

দেবর্ষি ঃ সেগুলো যেটা করছে, সেগুলো কৃষকদের পূর্ণ মালিকানা দিচ্ছে না, আধা খ্যাঁচড়া অধিকার দিচ্ছে আবার কেড়েও নিচ্ছে। যেমন— এটা রায়তি-স্বত্ব দেওয়া হয়েছে যে বারো বছর অবধি যে কৃষকের জমির উপরে অধিকার আছে, সেই কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না — তার মানে এটা সেই মালিকানারই আরগুমেন্ট্‌। এবার কৃষক যদি তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করলো, করে যদি টাকা না পায় সেরকম — যদি চাষের খরচ তুলতে না পারে তা'হলে পরের বছর চাষ করবে কি করে? যদি পরের বছর চাষ করতে তাকে হয়, তাহলে তাকে আবার ধার করতে হবে। ধার তা'লে সে পাবে কি করে যদি জমি সে মর্টগেজ না রাখতে পারে, জমির বিনিময়ে যদি সে টাকা না নিতে পারে? তাহলে ঐযে বারো বছর ধরে যে কৃষক চাষ করছে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না এবং সেই জমি কৃষক মর্টগেজ রাখতে পারবে না বলে সেই আইনটা পাশ হয়েছিলো, সেই আইনটাকে আবার সংশোধন করতে হবে ... বলতে হবে যে না ... কৃষক ওটাকে মর্টগেজ রাখতে পারবে। অর্থাৎ আবার সেই কৃষক মর্টগেজ রাখলো, আবার কৃষক জমি হারালো। অর্থাৎ কৃষক-কে ... কৃষককে কতটুকু জমির অধিকার দেওয়া যাবে, কতটুকু দেওয়া যাবে না বা সেটাকে ঠিক কিভাবে করা যাবে — এটাও কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হতে থাকলো । এবং এইটা কিন্তু শুরু হোলো ঐ আরগুমেন্ট্‌-টাকে ধরে যে জমির মালিকানা কাকে দেওয়া হবে ... উৎপাদনশীলভাবে জমির উপর পুঁজি বিনিয়োগ করবে কে ... উৎপাদনশীলভাবে জমিকে পুঁজিবাদী উন্নয়নের পদ্ধতিপথে চালনা করবে কে — জমিদার না কৃষক? ইংরেজরা ভেবেছিল জমিদার-রা করবে। জমিদার-রা কিন্তু করলো না .. এখানে উৎসা পট্টনায়ক দেখাচ্ছেন যে ... জমিদার-রা যেটা করলো সেটা হচ্ছে

একটা প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটালো। এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের বিকাশে বাধ্য হয়ে কৃষক বিভিন্ন ক্যাশ্‌ ক্রপস ইত্যাদিগুলো উৎপাদন করলো; এবং এমনটা যদি না হোতো তাহলে হয়তো কৃষক অন্য কিছু করতো; কিন্তু কৃষক সেটা এভিডেন্টলি করতো, অবশ্যম্ভাবী ভাবে করতো — পুঁজির পথে উৎপাদনশীল বিনিয়োগই করতো — এটা কিন্তু ধরে নেওয়া হোলো। অর্থাৎ সতেরোশ উনচল্লিশ সালের পর থেকে আমাদের মনস্কতা এমনভাবে তৈরী হোলো, যে মনস্কতাটা হচ্ছে পুঁজি এবং তার সাথে বুর্জোয়া মালিকানার ধারণার মনস্কতা — সেদিকেই যেন আমরা সরে আসতে লাগলাম। এবং তার আধখ্যাঁচড়া বিকাশ-কে সম্পূর্ণ করার অর্থে যেভাবে আন্দোলন বাস্তবতাকে বোঝা উচিৎ, সেটা করতে লাগলাম, যেটা আজও আমরা — এই ধারাটা মেনে চলেছি এবং যার-ই পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গ এখন হাঁটছে ... যে ভাবনাকে ধরে ভূমি-সংস্কারের পথে আমরা পথ হেঁটেছি। কিন্তু আমার মতে অন্য ভাবনাও থাকতে পারে। অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে। ভূমি-সংস্কারকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে, কিন্তু এইভাবে যে ভূমি সংস্কারের ভাবনাটা এসেছে, এই ভাবনাটা কিন্তু এসেছে এই পথ ধরে ...

অনুপ ঃ জমির মালিকানার কথাটা উঠলো কেন? কবে উঠলো?

দেবর্ষি ঃ এটা উঠলো, যখন থেকে মানে সতেরেশো ঊনচল্লিশের আগে; যখন একটা ডিবেট হল ফিজিওক্র্যাটদের সাথে; তখন থেকেই এই ডিবেট-টা উঠলো যে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিপ্রধান দেশে যদি পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটাতে হয় তাহলে বিকাশটা কৃষিতেই ঘটাতে হবে, শিল্পতে করা যাবে না সরাসরি বা শিল্পের পথ ধরে করা যাবে না। শিল্পের পথ ধরে করা যাবে ভাবলে বাণিজ্যের দিকে বেশী গুরুত্ব দিত সেই সময় বা বলা যায় শিল্পের দিকে বেশী গুরুত্ব দিত। কর্ণওয়ালিসসহ অন্যান্য যারা সেই সময় ফোরফ্রন্ট-এ তারা মনে করতো যে — না, কৃষিতেই পুঁজিবাদী বিকাশটা ঘটাতে হবে। অর্থাৎ আজকে ... উৎসা পট্টনায়ক দেখাচ্ছেন যে আজকে উন্নয়নের নামে সেভাবে কৃষিকে সংগঠিত করার চেষ্টা চলছে, সতেরোশ উনচল্লিশ সালেও উন্নয়নের নামে, পুঁজিবাদী উন্নয়নের নামে কৃষিকে সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু হোলো।

অনুপ ঃ একটা কথা বল, মানে এই মালিকানা ভিত্তিক, মালিকানা কেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচটার আগে কৃষিতে কি মালিকানা ছিল না ... কৃষকের?

দেবর্ষি ঃ মালিকানা অবশ্য-ই ছিলো। কারণ, আমি যেটা বললাম যে একটা জমিতে দশজনের মালিকানা ছিলো।

অনুপ ঃ তা কিভাবে হয়?

দেবর্ষি ঃ এটা পরিষ্কার নয়, মানে এটার ইতিহাসটা খুব জটিল। এই ইতিহাসটার একটা বিশেষত্ব — এখানে রাজাও উচ্ছেদ করতে পারতনা। বংশানুক্রমিক ভাবে সেই জমির ওপর অনেকের অধিকার ছিলো। অর্থাৎ একটা জমির উপর একটা কৌমজীবনের অধিকার ছিলো। যেটা মার্ক্স, এশিয়াটিক মোড অব প্রোডাকশনে বলেছেন, যে জমির ওপর কালেকটিভ রাইট্‌ ছিলো।

রঞ্জিতা ঃ রাশিয়ান কমিউন-এর ক্ষেত্রেও যেটা হয়তবা সত্যি ...

অনুপ ঃ কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত যে জমির ওপর সাধারণভাবে কালেক্‌টিভ রাইট্‌ ছিলো?

দেবর্ষি ঃ এটা নিশ্চিত না আমি ...

অনুপ ঃ এটা নিশ্চিত যখন ছিলো না আগে—

দেবর্ষি ঃ না থাকলে কোথাও একটা ... সেটা একটা কাউন্টার এভিডেন্স হবে; কিন্তু যেটা নিশ্চিতভাবে ছিলো না ... সেটা হচ্ছে, বুর্জোয়া অর্থে জমি একটা ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য — এটা ছিলো না।

অনুপ ঃ সিওর?

দেবর্ষি ঃ এবার এটাকে যেমন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একটা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখিয়েছেন যে ছিল ... বুর্জোয়া অর্থেই ছিল। আবার সেটা, সেই দেখাটাকেও প্রশ্ন করা যায়। বলা যায় যে তাঁরা এইভাবে দেখছিলেন বলেই তাঁদের মনে হয়েছিল যে এমন কিছু ছিল। ... আবার মার্ক্সের কাছেও — মার্ক্স দেখিয়েছেন যে ওভাবে বুর্জোয়া অর্থে মালিকানা ছিলোনা। আবার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত — এরা দেখাচ্ছেন যে মার্ক্সীয় অর্থে, বুর্জোয়া অর্থে, মালিকানা ছিলো। এবং এটা নিয়ে একটা ডিবেট্‌ ছিলো। কিন্তু এইভাবে ব্যাপারটাকে রাখতে পারি ... যে যদি ধরেও নিই যে জমি একটা ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিলো বা যদি ধরেও নিই যে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলো ... কিন্তু সেটাই একমাত্র ... একমাত্র সেইভাবেই জমিকে দেখতে হবে, সেই ভাবেই উৎপাদন করতে হবে — সেই চাপটা ছিলোনা। যেটা সতেরেশো উন্নচল্লিশ সালের পর থেকে গৃহীত হচ্ছে। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি — মালিকানার অনেক ধরন ছিলো, তার মধ্যে হয়তো বা একটা ধরন হতে পারে সেখানে জমি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য হয়েছে; হয়তো হতে পারে যে যেখানে তখনো বাজারের সঙ্গে, ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্দেশের যোগাযোগ ছিলো সেইখানে গেছে। কিন্তু এইভাবেই যে উৎপাদনব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে হবে ... যেভাবে ইংরেজরা সংগঠিত করতে চাইলো ... সতেরেশো উনচল্লিশ সালের আগে সেইটা কিন্তু ছিলোনা।

অনুপ ঃ অর্থাৎ, জমিসম্পর্কে বিভিন্ন ধরন ছিলো ... পল্লীসমাজ ছিল নানান ধরনের ...

দেবর্ষি ঃ হ্যাঁ। তার মধ্যে কোনো একটা ধরন হতেই পারে ... তুমি যেটা বলছো ... যে সেটা — বুর্জোয়া অর্থে তুমি সেভাবে মালিকানাকে বোঝো সেটা হয়তো ছিলো, বা তুমি যে বলছো ... যেখানে যে পণ্য তৈরী হোতো সেই পণ্য হয়তো পুঁজিবাদী পণ্যের মত আকার বা চেহারা নিতে পারে। কিন্তু সেইটাই একমাত্র সমাজ সংগঠন — সেই ভাবেই সংগঠিত করতে হবে সমাজকে, সমাজ বাস্তবতাকে সেই ভাবেই দেখতে হবে, সেই চাপটা ছিলোনা ... যে চাপটা সতেরেশো উনচল্লিশের পর থেকে আমরা নিতে শুরু করলাম। অর্থাৎ মালিকানার বিভিন্ন ধরন, উৎপাদনের বিভিন্ন ধরন, পণ্যের বিভিন্ন ধরন ছিলো —

অনুপ ঃ সেটা তো মার্ক্সও বলেন।

দেবর্ষি ঃ মার্ক্সও সেটা এশিয়াটিক মোড্‌ অফ প্রোডাক্‌শনে দেখাচ্ছেন ... মানে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পড়তে গিয়ে এক এক সময় আমি খুব ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম — যে, 'ভারত'-এ তাহলে কি তখন ... মানে সতেরেশো উনচল্লিশ সালে যেটা হয়েছিলো ... সেটা আগেই ছিলো? আবার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পড়ে ... এটাও দেখতে পাচ্ছি যে, হয়তো ছিলো। আবার বিভিন্ন রকম ধরনও

ছিলো — এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে — সতেরেশো উনচল্লিশ সালের পর বুর্জোয়া পরিসরে জমির মালিকানা নিয়ে যে ডিবেটগুলো চালু হোলো, যেভাবে ফিজিওক্র্যাটদের মধ্যে যে ডিবেটগুলো শুরু হোলো, সেরকম ডিবেট ... অর্থাৎ ভূমি সম্পর্ককে একটা নির্দিষ্ট কোনো খাতে প্রবাহিত করার প্রেক্ষিতে যে ডিবেটটা তৈরী হোলো। এটা তো বুঝতে-ই পারছো যে ভূমি সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার প্রেক্ষিতে যে ডিবেটটা হচ্ছে সেরকম কোনো ডিবেট-এর অস্তিত্ব কিন্তু কেউ দেখাতে পারেননি; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-ও দেখাতে পারেননি। দেখাতে পারেননি যে সেরকম কোনও ডিবেট্‌ হয়েছে ... যে বুর্জোয়া অর্থে মালিকানা দিতে হবে এবং পুঁজিবাদী পথে কৃষিকে সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুর্জোয়া মালিকানার মত কোনো মালিকানা ছিলোনা, জমি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিলোনা; ছিলো; কিন্তু সেই ভাবে-ই সব কিছুকে সংগঠিত করতে হবে, সেই পথে-ই আমাকে যেতে হবে, সেই নিয়েই ডিবেট্‌ হচ্ছে — এই নজির পাওয়া যায় না। তার মানে আমি এটা থেকে এই কনক্লুশন-এ, এই সিদ্ধান্তে হয়তোবা আসতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনকর্ম, বিভিন্ন ধরনের পণ্য, বিভিন্ন ধরনের বাজারের অস্তিত্ব ছিলো, এবং ডিবেট্‌-টা এই ভাষায় হোতোনা, সেখানে হয়তো জাতির ভাষায়, জাতির প্রেক্ষিতে কোনো ডিবেট্‌ হোতে পারে; জাতির প্রেক্ষিতে কোনো জমির বিভাজন হোতে পারে; জাতির প্রেক্ষিতে পণ্যের বিভাজন হোতে পারে; কর্মের বিভাজন হতে পারে। সেটাও তো হতে পারে। সেই নিয়ে ডিবেট্‌ হতে পারে। কিন্তু ডিবেট্‌টার ভাষা কখন-ই এটা ছিলোনা।

রঞ্জিতা ঃ ভাষাটা তাহলে তৈরী হোলো সতেরেশো উনচল্লিশ থেকে।

অনূপ ঃ তার মানে তুই কি বলছিস্‌ যে অর্থনৈতিক এবং অব্‌ভিয়াসলি সামাজিক সংগঠন একভাবে বিসংহত, অবিন্যস্ত, কমপ্লেক্স, ডিস্‌-এগ্রিগেটেড ছিলো। অবশ্যই নেসেসারিলি সেটা ভালো ছিলো — এটা বলা হচ্ছে না; তার ভালো কিছু দিক-ও থাকতে পারে, তার খারাপ কিছু দিকও থাকতে পারে। সেইটাকে ....

দেবর্ষি ঃ বুর্জোয়া অর্থে প্রপার্টি থাকতে পারে। দেখাচ্ছি এই জায়গাটা।

অনুপ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ... এবং সেইটাকে এবার বুর্জোয়া প্রপার্টি ওনারশিপ-এর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা হোলো এবং সেই চেষ্টাকে ভালো বলে মনে করা হল ...

দেবর্ষি ঃ এবং সেই নিয়ে ডিবেটগুলো তৈরী হল।

অনুপ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং সেটা যদি না হয়ে থাকে তবে সেটা নিয়ে রাজনীতি করার অবকাশ-ও রইল না। এইটা বলতে চাইছিস ... তাই তো? তার মানে এই সময়ের যে ডেস্‌ক্রিপশন্‌-টা আমি দিচ্ছি, রাজনীতিটা তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যদি ডেস্‌ক্রিপশন্‌টা ডিস্‌এগ্রিগেটেড্‌ অর্থে দিতাম এবং তার থেকে আমি কোনটা আন-এথিকাল, আন-অ্যাক্‌সেপ্টেবেল ভেবে বার করতাম, তাহলে আমি ভেবে বার করতে পারতাম — কোনটা এথিকাল, কোন-টা অ্যাক্‌সেপ্টেবল; যেহেতু আমি প্রপার্টি সেনট্রিক ভিউটাকে গুড *অ্যান্ড* অ্যাকসেপ্টেবেল *অ্যান্ড* এথিকাল *অ্যান্ড* নেসেসারি *অ্যান্ড* প্রোডাকটিভ *অ্যান্ড* ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্টালিস্ট বলে ভেবে বসলাম — ওটা থাকা না থাকাটাই হয়ে গেল তর্কের বিষয়। ওটা থাকলে ভালো, ওটা না থাকলে খুব খারাপ। আর ওটা না থাকলে ওটা নিয়ে রাজনীতি

করবো আমরা, আন্দোলন করবো — এটা ঠিক হয়ে গেল। এই কি? তাহলে যে তখন ওটা সেট করে দিচ্ছ, আবার স্টেট না করে থাকলে পিপল্ তার রেজিসটেন্স দিয়ে ওটাকে করানোর চেষ্টা করবে। ওটা রাষ্ট্র করবে না মানুষ করবে — সেটা একটা অন্য তর্কের বিষয়। কিন্তু কৃষি বাস্তবতার জটিল অবিন্যস্ত কন্ট্রাডিকটরি চেহারাটাকে একটা সরল, রিডিউসড্ খর্বীকৃত, সম্পত্তিকেন্দ্রিক চোহারায় নিয়ে আসা হোলো।

রঞ্জিতা ঃ যার ফলে রাজনীতির ধারণাটাও হয়ে গেল সংকীর্ণ — কখনও কখনও হয়ে গেল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ... রাষ্ট্রকে এটা করতে হবে ... রাষ্ট্রকে ওটা করতে হবে — এইটা হয়ে গেল রাজনীতির ভাষা ...

দেবর্ষি ঃ ঠিক। আবার তোমরা যেহেতু ইতিহাসের প্রশ্নটা তুলছো, আমি আরেকটু ইতিহাসটার মধ্যে থাকি। একটা প্রতিবাদের ধারণা আছে যে আমরা ট্রাডিশন্যাল ... আর .. ওয়েস্ট মর্ডার্ন ... মানে পুঁজিবাদী মর্ডার্ন। এই প্রসঙ্গে অনেকে এক মুভ নেয় যে এই যে আমাদের-কে ট্রাডিশন্যাল বলা হচ্ছে, ওয়েস্টকে মর্ডার্ন বলা হচ্ছে ... বলা হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থে ... এর বিপরীতে আমাদের দেখাতে হবে যে আমাদের এখানে বিভিন্ন পুঁজিবাদী মুহূর্ত আছে ... আছে পুঁজিবাদের উদাহরণ প্রায়র টু দি ব্রিটিশ পিরিয়ড। ব্রিটিশ পিরিয়ডের আগে আমাদের এখানে পুঁজিবাদের উদাহরণ ছিল। চল — তার ভূরিভূরি উদাহরণ তুলে আনো। তাহলেই আমরা দেখিয়ে দিলাম যে আমরাও কম যাইনা। এটা আমার এক নম্বর পয়েন্ট। উল্টোদিকে, ওদেরও কোনো ট্রাডিশন্ আছে ... সেটাও দেখানো যেতে পারে। তাহলেই যেন সব স্থিতিগুলোকে বেশ উলটোপালটা করে দেওয়া গেল। বুদ্ধিজীবী শান্তি পেলেন। তাহলেই যেন একটা জম্পেশ ''উত্তরাধুনিক'' জেসচার-এর উদাহরণ রেখে গেলাম। অর্থাৎ, যাকে এতকাল 'মর্ডার্ন' বলেছিলাম ... দেখালাম যে তার ভেতর ট্রাডিশন আছে। তার মধ্যে যে ট্রাডিশনাল ফর্মস্গুলো আছে সেটা দেখালাম। অনেকেই এই ধরনের কাজ করেছেন, এরকম কাজ আছে — এটা দেখানোই যায়। যেমন — ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইরফান হাবিব কে ধরে-ই দেখানো যায় যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ক্যাপিটালিস্ট উদ্যোগ ছিলো।

ভারতবর্ষকে প্রি-ক্যাপিটালিস্ট বলে দেখানো হয়েছিলো। আর পাশ্চাত্যে ক্যাপিটালিস্ট ফর্মেশন আছে। এই উপস্থাপনাকে চ্যালেঞ্জ করে যদি দেখিয়ে দিতাম যে পাশ্চাত্যেও প্রি-ক্যাপিটালিস্ট ফর্মেশন আছে বা উল্টোটা প্রাচ্যে ক্যাপিটালিস্ট ফর্মেশন আছে তাহলে প্রাচ্য মানে প্রাক-পুঁজিবাদী আর পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী — এই দ্বিত্ব-অনুসারী কাঠামোটা ভেঙ্গে যেত। কিন্তু এইভাবে দেখার সাথে যেটা দেখা হোলোনা, সেটা হচ্ছে যে প্রায়র ব্রিটিশ পিরিয়ড প্রাচ্যে ক্যাপিটালিস্ট ফর্ম হয়তো ছিল এবং একই সাথে কোট্-আনকোট্ প্রি-ক্যাপিটালিস্ট ফর্ম-ও ছিলো, কিন্তু সেই ফর্মগুলোকে ক্যাপিটালিস্ট ফর্ম হতে-ই হবে — সেই চাপটা ছিলনা, যেটা পোষ্ট ব্রিটিশ পিরিয়ড-এ ছিল ...

অনুপ ঃ কারণ আধিপত্যর হয়ে ওঠা, ওইটা এই পথেই যেতে হবে।

দেবর্ষি ঃ দ্বিত্ব-অনুসারী কাঠামোটা ভাঙ্গাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা দরকার সতেরোশো উনচল্লিশের পরবর্তী সমাজ বাস্তবতাকে আধিপত্যকারী অর্থে কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছিলো। আমার মনে হয় স্ববিরোধিতা গুলোকে দেখানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এটাও বোঝা দরকার ক্ষমতা কাঠামো কীভাবে আবার দ্বিত্ব-অনুসারী চিন্তা কাঠামোকে

ক্রিয়াশীল রেখেছিল। একই সাথে দুটো আলোচনাই করা দরকার। এটাতো অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে পোষ্ট ব্রিটিশ পিরিয়ড -এ মডার্নিটি-র চাপ তৈরী হচ্ছে। সবাইকে পাশচাত্যের মতো 'আধুনিক' হয়ে উঠতে হবে। ক্ষমতার তত্ত্বায়নটা আরও যত্ন নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। এখানে যে আমার ওপর আরোপিত আইন চাপটা তৈরী করলো ভাষা-দর্শনে, সেটাকেও আমি খুব লঘু করে দিলাম।

সমাজ বাস্তবতাকে বিসংহত করতে পারলে দ্বিত্ব-অনুসারী কাঠামোটা ভেঙ্গে যায় আবার একই সাথে এই কাঠামোতো আবার আধিপত্যকারীও। জমি নিয়ে তর্কগুলোতো এখনও পুঁজিকেন্দ্রিক চিন্তাতেই আবদ্ধ। অন্য কিছুতো আর ভাবতে পারছি না।

অনুপ ঃ এর থেকে জেনারল থিউরিটিকাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-টা কি হতে পারে?

দেবর্ষি ঃ দুটো জিনিস হচ্ছে যে— রিয়ালিটি আমার বিসংহত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রিয়ালিটিকে একভাবে সংহত করবার একটা চাপ থাকে। অর্থাৎ সামজিক বাস্তবতা একই সাথে বিসংহত ও সংহত। উত্তর-আধুনিক আপাত পারস্পরিক বহুত্ব বা মাল্টিচুডের ঢক্কানিনাদে দেখতে পাই ক্ষমতার সূক্ষ বিন্যাস। আপেক্ষিকতার বাঁধেও ফাটল ধরতে পারে — ধরেই আছে। বাঁধ ভেঙ্গে কোথা দিয়ে ঢুকে পড়ছে বেনোজল। জল ঘোলা হচ্ছে। জল যত ঘোলা হচ্ছে ততই হেজিমনির বিন্যাস ও কাঠামোগুলি যেন স্পষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে — প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের ওভারডিটারমিনেশনে পুনরায় হাজির হচ্ছে প্রভুত্ব-ভৃত্যতা।

আধুনিকতা দ্বিত্ব-কাঠামোটিকে নিবিড় করেছিল। দ্বিত্ব-কাঠামোটিকে যেন শিথিল করেছিল উত্তর-আধুনিকতা। শিথিলতার সেই সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে, হেয় করে পুনরায় জমাট বাঁধছে (অথবা জমাট বেঁধেই আছে) প্রভু-ভৃত্য, পশ্চিম-পূর্ব, সভ্য-বর্বর, শিল্প-কৃষি, পুঁজিবাদী-প্রাক পুঁজিবাদী, স্বাভাবিক-উন্মাদের হেজিমনিক সম্পর্ক। আধুনিকোত্তর নিরন্তর নেগোসিয়েশনের মধ্যে তবে কি কাউকে, কোনও কিছু, কোনও র‍্যাডিকাল সম্ভাবনাকে অবদমন-দমন- প্রাকরুদ্ধ করা হচ্ছে?

অনুপ ঃ অর্থাৎ 'আধুনিক'-'উত্তর-আধুনিক' দুটোকেই উৎরে গিয়ে — এই দুই ধরনের মনস্কতাকে উৎরে গিয়ে একটা তৃতীয়(র) খোঁজ। খুঁজে দেখা — সমসত্ত্বতার আধুনিক কারাগার (modernist structure of *sameness*) এবং বিভেদনার আধুনিকোত্তর ক্রীড়াভূমির (postmodern play of *differences*) ওপারে আছে কি দাঁড়াবার মতো কোনও রাজনৈতিক জমি? 'অবিষয়ীকে আঁকড়ে রাখা' এবং 'বিষয়ীর বিস্মরণ' — 'বন্ধনীবদ্ধ স্ট্রাকচার' এবং 'অনর্গল ক্রীড়া' — 'আগ্রাসী টোটালিটারিয়ানিজম' এবং 'নিহিলিস্টিক শূণ্যবাদ' — এই দুই সম্ভাবনার ওপারে আমরা কি খুঁজে দেখতে পারি *তৃতীয়* কোনও রাজনৈতিক সম্ভাবনা? এমন এক সম্ভাবনাভূমি (অবশ্যই আংশিক, অনিয়ত এবং সতত প্রতিসৃয়মান) যেখান থেকে অ্যাক্টিভেট করা যেতে পারে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রস্থানবিন্দু অর্থে লিঙ্গ -শ্রেণী-বর্ণ-নিসর্গ-যৌনতার (আধুনিকোত্তর অর্থে) প্রেক্ষিতগুলি?

রঞ্জিতা ঃ অন্যভাবে বললে ...লাকাঁর ইম্যাজিনরি এবং সিম্বলিক ... উভয়কেই উৎরে গিয়ে লাকাঁনিয় রিয়্যাল-এর প্রতি মনোযোগ ...যেটা দেবর্ষি তেপান্তরে 'অকথিত' বলেছে—যা আধিপত্যকারী চিন্তা কাঠামোতে ঠাঁই পায় না, ঠাঁই পেলে আধিপত্যকারী কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়ে।

দেবর্ষি ঃ বা, তুমি এবং অনুপদাও যে অকথিত-র কথাটা তুলেছ যৌনহিংস্রতার পরিসরে ...

রঞ্জিতা ঃ অকথিত বা আনস্পোকেন-এর ভাবনাটা আমরা নিয়েছি শেফালিদির (শেফালি মৈত্র, ১৯৮৪) লেখা থেকে। কিন্তু এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন — কেমনভাবে পৌঁছব সেখানে? কেমনভাবে বুঝব কোনটা অকথিত? আশা (অচ্যুতন) বলছে — *এ টার্নিং ফ্রম উইদিন আউটওয়ার্ড* একটা অর্থবহ রূপক হতে পারে অকথিত-র আন্দাজ পাওয়ার জন্য — এ টার্নিং ফ্রম উইদিন আউটওয়ার্ড-এর মধ্যে দিয়ে ইনটারপ্রিটেশন হিট্‌স দ্য রিয়্যাল, ইনটারপ্রিটেশন হিট্‌স দ্য ফোরক্লোজড। আশার মতে স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট পলিটিক্স ভাবার জন্য এ টার্নিং ফ্রম উইদিন আউটওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ (তেপান্তর ৫, ২০০৭; লেসবিয়ান স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট, ২০০৭)। যেন অনেকটা ডোনা হারাওয়ে-র আইরনিক সাবজেক্টস ('ironic subjects')-এর মতো। হারাওয়ে-র আইরনিক সাবজেক্টস বিষয়ী-অনপেক্ষ বহিরাগত (objective outsider)-র তুলনায় কাঙ্ক্ষিত এক সূচনা-বিন্দু বা অবস্থান [standpoint(s)] হয়ে উঠতে পারে, হয়ে উঠতে পারে তার (অ)সচেতন বহির্মুখী পদক্ষেপে। এই সূচনা-বিন্দু বা অবস্থান থেকে তৈরী হতে পারে প্রাকরুদ্ধের রাজ-নৈতিকতা বা 'অন্তঃস্থ বাহির'-এর নৈতিকতায় আধারিত এক রাজনীতি — যা স্থির-নিশ্চিত-সংলগ্ন অন্তর্বাসী (embodied insider)-র প্রেক্ষিত থেকে তৈরী করা শোষিতের জ্ঞানতত্ত্ব-এর (এপিস্‌টেমলজি অব দি ওপ্রেসড-এর) মতো নয়।

দেবর্ষি ঃ আবার ব্যক্তি কৃষকের যাপিত জীবনের গল্পও তো ভুলতে পারি না ...

রঞ্জিতা ঃ নারীবাদী পরিসরে যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। নারীবাদীরা মনে করেন শরীর যেন মেটিরিয়্যাল, ফেনমেনোলজিকাল-হারমেনিউটিক, সাইকোঅ্যানালিটিক এবং ডিসকার্সিভ মুহূর্তের এক অতিনির্ণীত (ওভারডিটারমিনড) পরিসর — যার অন্তরে-অন্দরে আছে যেন ফেনমেনোলজিকাল ও সাইকোঅ্যানালিটিক মুহূর্ত সকল — যার বাহিরে আছে ডিসকার্সিভ মুহূর্তগুলি — অথচ যা অন্দর-বাহিরের নিশ্চিত দ্বিত্ব-বিভাজন অনুসারীও নয় কোনওভাবে। তাই 'চাষ-বাস'কে বা 'কৃষকৃ'-কে যদি বুঝতে হয় তাহলে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তিনটি মুহূর্তের পারস্পরিকতা — ফেনমেনোলজিকাল, সাইকোঅ্যানালিটিক এবং ডিসকার্সিভ মুহূর্তের এক অতিনির্ণীত (ওভারডিটারমিনড) পরিসর।

দেবর্ষি ঃ অর্থাৎ হেজিমনিক স্ট্রাকচার এবং ফোরক্লোজার-ফোরক্লোজড-এর পাশাপাশি ... টার্নিং ফ্রম উইদিন আউটওয়ার্ড এর পাশাপাশি .. বিষয়ী ... বিষয়ীতা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে উঠে আসছে ... এই সময়ের রাজনীতি ভাবনায় ... কিছুটা টেলিগ্রাফিকালই বললে এই সময় এবং এই সময়ের রাজনীতি ভাবতে হলে ভাবতে হয় —

(১) গিভেন স্ট্রাকচার — কেন্দ্রিকতা

(২) বিসংহত স্ট্রাকচার — কেন্দ্রহীনতা

(৩) আধিপত্যকারী বা হেজিমনিক স্ট্রাকচার — অনিয়ত কেন্দ্রিকতা

(৪) প্রাকরুদ্ধি বা ফোরক্লোজার — প্রাকরুদ্ধ বা ফোরক্লোজড — যা যেন লাকাঁনিয় রিয়্যাল

(৫) টার্নিং ফ্রম উইদিন আউটওয়ার্ড — আইরনিক সাবজেক্ট

(৬) বিষয়ীতা বা সাবজেক্‌টিভিটির মেটিরিয়্যাল, ফেনমেনোলজিকাল-হারমেনিউটিক, সাইকোঅ্যানালিটিক এবং ডিসকার্সিভ দিকসকলের ওভারডিটারমিনেশন ...